অধ্যায় ১৫

পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি

Art Element and Principles in Clothing

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ

প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ

শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর

বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর

যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পোশাকের শিল্প উপাদান ▸ পোশাকে শিল্পনীতি।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত রুচিসম্মত পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা। যেহেতু পোশাক পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, তাই এ শিল্প প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে খুব কম ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটিসমূহ সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ৩৮৬
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ : সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব ---- পৃষ্ঠা ৩৮৬
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩৮৬
  - টপিক বিশ্লেষণ : বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিকের গুরুত্ব নির্ধারণ ---- পৃষ্ঠা ৩৮৬
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ৩৮৭
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ৩৮৭
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৮৮
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৯২
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৯৪
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৯৭
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ৩৯৭
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৩৯৮
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ৪০২
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ৪০৪
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ৪০৭
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ৪০৯
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) : অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা ---- পৃষ্ঠা ৪১০

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৭—২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২০২৩	২	১	২	–	২	–	২	–	২	–	২	১	২	–	২	–	২	১
২০২২	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১
২০২০	২	১	২	–	২	–	২	–	২	১	২	১	২	–	২	–	২	–
২০১৯	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	–	–
২০১৮	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২০১৭	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	–
মোট	৮	৪	৮	২	৮	২	৮	২	৮	৩	৮	৪	৮	২	৮	২	৭	২

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

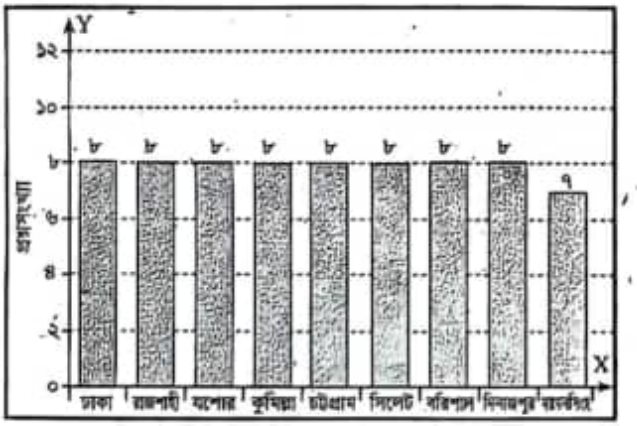

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

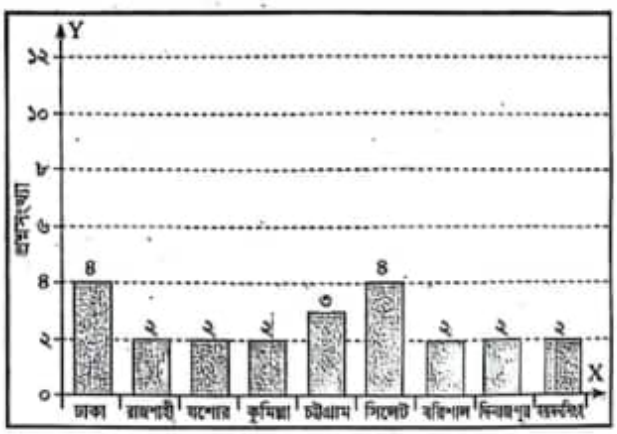

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

টপিক বিশ্লেষণ (Topic Analysis)

বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিক/ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ

টপিক/অনুচ্ছেদ	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
পোশাকের শিল্প উপাদান	[ঢা. বো. ' ২৩, '১৯; রা. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '২০, '১৯; সি. বো. '২৩, '১৯; ব. বো. '২০, '১৯; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২৩, '২০; সকল বোর্ড '১৭]	
মানুষের ধরনভেদে তার পোশাক নির্বাচন	[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪. চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪;	
পোশাকে শিল্পনীতিক	ঢা. বো. '২২, '১৯; রা. বো. '২২, '২০, '১৯; য. বো. '২২; কু. বো. '২২, '১৯; চ. বো. '২২, '২০, '১৯; সি. বো. '২২, '১৯; ব. বো. '২২, '২০, '১৯; দি. বো. '২২, '২০, '১৯; ম. বো. '২২, '২০; সকল বোর্ড '১৭, '১৬	

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

**যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায়
অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর**

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পাঠ ১-৩ : পোশাকের শিল্প উপাদান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫০

১। পোশাক তৈরি কোন শিল্পের অন্তর্গত? উ: কারুশিল্প
২। রং মূলত কত প্রকার? উ: তিন প্রকার
৩। লাল, নীল ও হলুদ রংকে বলা হয়? উ: মৌলিক রং
৪। তির্যক রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? উ: সংযম
৫। গতিপথের ওপর ভিত্তি করে রেখাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উ: ৬ ভাগে
৬। রেখা মূলত কত প্রকার? উ: দুই
৭। কোন রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে? উ: জিগজ্যাগ
৮। স্যাটিন বস্ত্র কেমন প্রকৃতির হয়ে থাকে? উ: চকচকে
৯। কোনটি মৌলিক রং? উ: লাল
১০। সংযমের পরিচয় বহন করে কোন রেখা? উ: তির্যক রেখা
১১। তিন বা ততোধিক রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা কিসে পরিণত হয়? উ: নকশায়
১২। পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য কী? উ: সৌন্দর্যবর্ধন
১৩। কোন জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে? উ: ফ্লানেল
১৪। শাড়ির পাড়ে বিভিন্ন রঙের লেস বসিয়ে কী সৃষ্টি করা যায়? উ: প্রাধান্য
১৫। প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়? উ: আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু
১৬। আদর্শ মুখমন্ডল কোনটি? উ: ডিম্বাকৃতি
১৭। সমান্তরাল রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়? উ: বিশ্রাম
১৮। পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়? উ: তিন
১৯। সেলিনা দেখতে রোগা ও লম্বা। তার জন্য উপযোগী কোনটি? উ: সমান্তরাল
২০। মৌলিক রঙের অপর নাম কী? উ: প্রাথমিক রং
২১। 'মৌলিক' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়? উ: নিজস্ব রং
২২। দুটি রঙের মিশ্রণে কী তৈরি হয়? উ: গৌণ রং
২৩। গৌণ রঙের অপর নাম কী? উ: মিশ্র রং
২৪। হলুদ + নীল রং মিলে হয় x রং। এখানে x রঙের সাথে মিল রয়েছে কোনটি? উ: সবুজ
২৫। নীল + লাল = উ: বেগুনি
২৬। মৌলিক রঙের সাথে একটি গৌণ রং মিশিয়ে কী প্রস্তুত করা হয়? উ: প্রান্তিক রং
২৭। হলদে সবুজ রং তৈরি হয় কোন কোন রঙের মিশ্রণে হলদে সবুজ রং তৈরি হয়? উ: হলুদ + সবুজ
২৮। 'লাল + বেগুনি' রং মিলে কোন রং হলদে সবুজ রং তৈরি হয়? উ: লালচে বেগুনি
২৯। লাল + কমলা = y রং। এখানে y রঙের সাথে কোন রঙের সাদৃশ্য রয়েছে? উ: লালচে কমলা
৩০। মনে গরম ভাব জাগ্রত করে কোন রং? উ: উষ্ণ রং
৩১। লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো কী নামে পরিচিত? উ: উষ্ণ রং
৩২। শ্যামলা মেয়েদের কোন রঙের পোশাক পরা উচিত? উ: হালকা
৩৩। বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়? উ: নমনীয়তা
৩৪। সার্টিন কাপড়ের জামা পরিধানে ভারী গঠনের ছেলেমেয়েকে কেমন দেখাবে? উ: স্থূল
৩৫। খাটো বা পাতলা মেয়েদের জন্য কোন রঙের পোশাক মানানসই? উ: হালকা
৩৬। মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখানোর কারণ কী উ: গাঢ় রঙের পোশাক পরলে
৩৭। পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে কোনটি? উ: রং
৩৮। পোশাকের রেখাকে গতিপথের ওপর নির্ভর করে কত ভাগে ভাগ করা যায়? উ: ছয় ভাগে
৩৯। বয়স্ক মোটা মানুষের জন্য উপযোগী বস্ত্র কোনটি? উ: ফ্লানেল
৪০। গাঢ় রঙের পোশাকে ব্যক্তিকে দেখায়— উ: স্থূলকায়
৪১। চিত্রের রেখার বৈশিষ্ট্য কোনটি? উ: সাহস ও সততা প্রকাশ করে
৪২। প্রান্তিক রঙ কোনটি? উ: নীলাভ বেগুনি
৪৩। মৌলিক রং কোনটি? উ: হলুদ
৪৪। কোনটি বিশুদ্ধ রং? উ: লাল
৪৫। কোন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তার প্রয়োজন? উ: রশ্মিগত
৪৬। গৌণ রঙের বৈশিষ্ট্য কোনটি? উ: আমাদের চোখকে পীড়িত করে
৪৭। পোশাকের কোন রেখা সততা প্রকাশ করে? উ: খাড়া রেখা
৪৮। খাড়া রেখার পোশাক যে ব্যক্তির জন্য উপযোগী? উ: মোটা ব্যক্তির
৪৯। সমান্তরাল রেখার পোশাকের বৈশিষ্ট্য কোনটি? উ: বিশ্রাম অনুভূতি

পাঠ ৪ ও ৫ : পোশাকে শিল্পীতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫৬

৫০। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের কয়টি নীতি রয়েছে? উ: পাঁচটি
৫১। কেন্দ্র স্থির রেখে দু দিকের সমদূরত্বের সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রেখাকে কী বলে? উ: ভারসাম্য
৫২। পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়? উ: তিন ধরনের
৫৩। সবচেয়ে বেশি স্থির থাকে কোন ভারসাম্য? উ: প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
৫৪। কোন ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন? উ: রশ্মিগত ভারসাম্য
৫৫। T ভারসাম্য অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এখানে T ভারসাম্যের সাথে কোন ভারসাম্যের সাদৃশ্য রয়েছে? উ: প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
৫৬। পোশাকের নিচের অংশের দৈর্ঘ্য কেমন রাখতে হবে? উ: বেশি
৫৭। রং, রেখা, বিন্দু, আকার ইত্যাদি ব্যবহার করে সৃষ্টি হয়— উ: পোশাকের ছন্দ
৫৮। পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাকে কী বলে? উ: প্রাধান্য
৫৯। সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রং কেমন হতে হয়? উ: এক রঙের

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?
ⓚ নমনীয়তা ⓚখ সততা
ⓖ সাহস ⓖঘ বিশ্রাম
উত্তর: ক

২. সার্টিন কাপড়ের জামা পরিধানে ভারী গঠনের ছেলেমেয়েকে কেমন দেখাবে?
ⓚ লম্বা Ⓚখ স্থূল
ⓖ কৃশ ⓖঘ পাতলা
উত্তর: খ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
লিটনের সাদা রঙের পাঞ্জাবিতে কালো রঙের সুতার কাজ রয়েছে। এতে তার পাঞ্জাবিটি বেশ সুন্দর দেখায়।

৩. লিটনের পাঞ্জাবিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?
ⓚ ভারসাম্য ⓚখ প্রাধান্য
ⓖ অনুপাত ⓖঘ ছন্দ
উত্তর: খ

৪. লিটনের জামাটিতে—
i. দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়
ii. পোশাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়
iii. রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚখ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

৫. বয়স্ক মোটা মানুষের জন্য উপযোগী বস্ত্র কোনটি? [সকল বোর্ড '২৩]
ⓚ টাফেটা ⓚখ পশমি
ⓖ সার্টিন ⓖঘ ফ্লানেল
উত্তর: খ

৬. গাঢ় রঙের পোশাকে ব্যক্তিকে দেখায়— [সকল বোর্ড '২৩]
ⓚ খাটো ⓚখ কৃশকায়
ⓖ লম্বা ⓖঘ স্থূলকায়
উত্তর: খ

৭. ▦ — চিত্রের রেখার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড '২২]
ⓚ কোমলতা ও নমনীয়তা বোঝায় ⓚখ সংযমের পরিচয় বহন করে
ⓖ বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আনে ⓖঘ সাহস ও সততা প্রকাশ করে
উত্তর: খ

৮. প্রান্তিক রঙ কোনটি? [সকল বোর্ড '২২]
ⓚ লাল ⓚখ সবুজ
ⓖ হলুদ ⓖঘ নীলাভ বেগুনি
উত্তর: খ

৯. মৌলিক রং কোনটি? [সকল বোর্ড '২০]
ⓚ হলুদ ⓚখ সবুজ
ⓖ বেগুনি ⓖঘ কমলা
উত্তর: ক

১০. কোনটি বিশুদ্ধ রং? [সকল বোর্ড '১৯]
ⓚ লাল ⓚখ কমলা
ⓖ বেগুনি ⓖঘ সবুজ
উত্তর: ক

১১. কোন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তার প্রয়োজন? [সকল বোর্ড '১৭]
ⓚ প্রত্যক্ষ ⓚখ সুষম
ⓖ অপ্রত্যক্ষ ⓖঘ রশ্মিগত
উত্তর: গ

১২. গৌণ রঙের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড '১৫]
ⓚ বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়
ⓚখ আমাদের চোখকে পীড়িত করে
ⓖ দূরের জিনিস কাছে টানে
ⓖঘ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে
উত্তর: ঘ

১৩. পরীক্ষা এলেই ফারাবির হাত-পা কাঁপে, জিহ্বা শুকিয়ে যায় ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। ফারাবির সমস্যা প্রতিরোধে করণীয়— [সকল বোর্ড '২২]
i. ধৈর্য্যধারণ করা
ii. কর্মপরিকল্পনা করা
iii. সময় পরিকল্পনা করা
কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚখ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

১৪. U বা V আকৃতির গলা কোন ধরনের মুখের জন্য মানানসই? [সকল বোর্ড '২০]
i. লম্বাকৃতি
ii. গোলাকৃতি
iii. ডিম্বাকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚখ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ

১৫. পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই একজন ব্যক্তি পোশাকের রং নির্বাচন করবেন— [সকল বোর্ড '১৬]
i. বয়স অনুসারে
ii. ব্যক্তিত্ব অনুসারে
iii. উপলক্ষ অনুসারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚখ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৬. আলেয়ার উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম। তাকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা দেখাবে তার— [সকল বোর্ড '১৬]
i. পোশাকে লম্বালম্বি রেখা থাকলে
ii. পোশাকে কোনাকুনি রেখা থাকলে
iii. পোশাকে আড়াআড়ি রেখা থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚখ ii ⓖ iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুক্তা উচ্চতায় ৫'৪ লম্বা, ওজন ৫২ কেজি এবং মুখের গড়ন লম্বাটে। সে বাজারে গিয়ে স্ট্রাইপের কাপড় কিনে আড়াআড়ি করে দর্জিকে জামা বানাতে দেয়। [সকল বোর্ড '১৭]

১৭. মুক্তার জন্য কোন ধরনের গলা মানানসই?
ⓚ গোলগলা ⓚখ ভি-আকৃতি
ⓖ ইউ-আকৃতি ⓖঘ ছোট গলা
উত্তর: গ

১৮. জামাটি পরার ফলে মুক্তাকে—
i. কিছুটা লম্বা কম মনে হবে
ii. স্বাস্থ্য ভালো দেখাবে
iii. কোমনীয় দেখাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚখ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারিহা দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়। [সকল বোর্ড '১৫]

১৯. ফারিহার জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী?
ⓚ সমান্তরাল ⓚখ তীর্যক
ⓖ আঁকাবাঁকা ⓖঘ বক্র
উত্তর: ক

২০. ফারিহার পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে—
ⓚ বিশ্রাম ও আরাম ⓚখ সততা ও সাহস
ⓖ সংযম ও আরাম ⓖঘ নমনীয়তা ও সততা
উত্তর: খ

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

২১. তীর্যক রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক নমনীয়তা খ সততা
ঘ গ সাহস ঘ সংযম

২২. পতিপথের ওপর ভিত্তি করে রেখাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক ২ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ গ ৬ ভাগে ঘ ৮ ভাগে

২৩. রেখা মূলত কত প্রকার? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক দুই খ তিন
ক গ চার ঘ পাঁচ

২৪. কোন রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক বক্র খ কোণাকুনি
ঘ গ তীর্যক ঘ জিগজ্যাগ

২৫. স্যাটিন বস্ত্র কেমন প্রকৃতির— [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক দৃঢ় খ নরম
ঘ গ উজ্জ্বল ঘ চকচকে

২৬. কোনটি মৌলিক রং? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক বেগুনি খ লাল
খ গ সবুজ ঘ কমলা

২৭. সংযমের পরিচয় বহন করে কোন রেখা? [এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
ক বক্র রেখা খ তীর্যক রেখা
খ গ খাড়া রেখা ঘ আঁকাবাঁকা রেখা

২৮. তিন বা ততোধিক রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা কিসে পরিণত হয়? [এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
ক ছন্দে খ নকশায়
খ গ চিত্রে ঘ পোশাকে

২৯. পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য কী? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক সৌন্দর্য বর্ধন
খ আরামবোধ করা
গ দেহকে নিরাপদ রাখা
ক ঘ আভিজাত্য প্রকাশ করা

৩০. কোন জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে? [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক পশমি খ মার্টিন
গ গ ফ্লানেল ঘ ট্যাফেটা

৩১. শাড়ির পাড়ে বিভিন্ন রঙের লেস বসিয়ে কী সৃষ্টি করা যায়? [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক ছন্দ খ সামঞ্জস্য
গ গ প্রাধান্য ঘ ভারসাম্য

৩২. প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়? [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু
খ একঘেয়েমি ভাব দূর করা
গ সবার সাথে মিত্রতা
ক ঘ একদিকের সাথে অন্যদিকের মিল রাখা

৩৩. আদর্শ মুখমন্ডল কোনটি? [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক গোলাকৃতি খ ডিম্বাকৃতি
খ গ লম্বা ঘ চারকোণা

৩৪. সমান্তরাল রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক নমনীয়তা খ সততা
ঘ গ সহজ ঘ বিশ্রাম

৩৫. পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক তিন খ চার
ক গ দুই ঘ পাঁচ

৩৬. সেলিনা দেখতে রোগা ও লম্বা। তার জন্য উপযোগী রেখা হলো— [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক বক্র খ কোণাকুণি
ঘ গ খাড়া ঘ সমান্তরাল

৩৭. উষ্ণ রঙের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— [ফিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে
ii. দূরের জিনিস কাছে টানে
iii. চোখ পীড়িত করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. একটি পোশাক কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে? [সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
i. দুইদিকে একই ডিজাইন ব্যবহার করে
ii. একদিকে বড় জিনিস একটি ও অন্যদিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রেখে
iii. কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য রং ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাথী দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়।
[ফিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

৩৯. সাথীর জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী?
ক তীর্যক খ আঁকাবাঁকা
ঘ গ বক্র ঘ সমান্তরাল

৪০. সাথীর পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে?
ক বিশ্রাম ও আরাম খ সততা ও সাহস
ক গ সংযম ও আরাম ঘ নমনীয়তা ও সততা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রোজিনা দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরো বেশি লম্বা মনে হয়।
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

৪১. রোজিনার জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী?
ক সমান্তরাল খ তীর্যক
খ গ আঁকাবাঁকা ঘ বক্র

৪২. রোজিনার পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে—
ক বিশ্রাম ও আরাম খ সততা ও সাহস
খ গ সংযম ও আরাম ঘ অনমনীয়তা ও সততা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নীলা তার সাদা রঙের কামিজের নিচের অংশে কালো রঙের সুতার কাজ করে। এতে জামাটি বেশ সুন্দর দেখায়।
[আওয়ার লেডী অব ফাতেমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা]

৪৩. নীলা জামাটিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?
ক ভারসাম্য খ প্রাধান্য
খ গ অনুপাত ঘ ছন্দ

৪৪. নীলার জামাটিতে—
i. দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়
ii. পোশাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়
iii. রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১-৩ : পোশাকের শিল্প উপাদান ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৫০

৪৫. পোশাক তৈরি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক মৃৎ শিল্প খ কারু শিল্প
গ চিত্র শিল্প ঘ আঙ্কর শিল্প

৪৬. রং মূলত কত প্রকার?
ক দু প্রকার খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার

৪৭. লাল, নীল ও হলুদ রংকে বলা হয়–
ক প্রান্তিক রং খ প্রারম্ভিক রং
গ গৌণ রং ঘ মৌলিক রং

৪৮. মৌলিক রঙের অপর নাম হল–
ক প্রাথমিক রং খ মিশ্র রং
গ মাধ্যমিক রং ঘ প্রান্তিক রং

৪৯. 'মৌলিক' শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়–
ক মিশ্র রং খ যৌগিক রং
গ মাধ্যমিক রং ঘ নিজস্ব রং

৫০. দুটি রঙের মিশ্রণে তৈরি হয় যে রং–
ক মৌলিক রং খ গৌণ রং
গ প্রাথমিক রং ঘ প্রারম্ভিক রং

৫১. গৌণ রঙের অপর নাম–
ক প্রারম্ভিক রং খ প্রাথমিক রং
গ মৌলিক রং ঘ মিশ্র রং

৫২. হলুদ + নীল রং মিলে হয় x রং। এখানে x রঙের সাথে মিল রয়েছে–
ক সবুজ খ বেগুনি
গ কমলা ঘ গোলাপি

৫৩. নীল + লাল =
ক হলুদ খ সবুজ
গ বেগুনি ঘ কমলা

৫৪. মৌলিক রঙের সাথে একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়–
ক মৌলিক রং খ প্রান্তিক রং
গ গৌণ রং ঘ মাধ্যমিক রং

৫৫. হলদে সবুজ রং তৈরি হয় যে যে রঙের মিশ্রণে–
ক নীল + হলুদ খ নীল + বেগুনি
গ নীল + সবুজ ঘ হলুদ + সবুজ

৫৬. 'লাল + বেগুনি' রং মিশে হয় কোন রং?
ক লালচে বেগুনি খ হলদে সবুজ
গ লালচে কমলা ঘ হলদে কমলা

৫৭. লাল + কমলা = y রং। এখানে y রঙের সাথে কোন রঙের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক লালচে বেগুনি খ লালচে হলুদ
গ লালচে সবুজ ঘ লালচে কমলা

৫৮. লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো কী নামে পরিচিত?
ক ঠান্ডা রং খ উষ্ণ রং
গ কোমল রং ঘ শুকনা রং

৫৯. মনে গরম ভাব জাগ্রত করে কোন রং?
ক উষ্ণ রং খ শীতল রং
গ কোমল রং ঘ হালকা রং

৬০. শ্যামলা মেয়েদের যে রঙের পোশাক পরা উচিত?
ক উজ্জ্বল খ হালকা
গ হালকা উজ্জ্বল ঘ গাঢ় লাল

৬১. খাটো বা পাতলা মেয়েদের জন্য যে রঙের পোশাক মানানসই?
ক গাঢ় খ হালকা
গ উজ্জ্বল ঘ হালকা উজ্জ্বল

৬২. মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখানোর কারণ হল–
ক হালকা রঙের পোশাক পরলে খ লাল রঙের পোশাক পরলে
গ সাদা রঙের পোশাক পরলে ঘ গাঢ় রঙের পোশাক পরলে

৬৩. পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে–
ক তুলা খ সুতা
গ রং ঘ ডিজাইন

৬৪. পোশাকের রেখাকে গতিপথের ওপর নির্ভর করে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক তিন ভাগে খ চার ভাগে
গ পাঁচ ভাগে ঘ ছয় ভাগে

৬৫. পোশাকের কোন রেখা সততা প্রকাশ করে?
ক খাড়া রেখা খ বাঁকা রেখা
গ সমতল রেখা ঘ তেড়া রেখা

৬৬. খাড়া রেখার পোশাক যে ব্যক্তির জন্য উপযোগী?
ক শুকনা ব্যক্তির খ লম্বা ব্যক্তির
গ মোটা ব্যক্তির ঘ ফরসা ব্যক্তির

৬৭. সমান্তরাল রেখার পোশাকের বৈশিষ্ট্য হলো–
ক সাহস প্রকাশ খ ঘুমের অনুভূতি
গ অলসতা প্রকাশ ঘ বিশ্রাম অনুভূতি

পাঠ ৪ ও ৫ : পোশাকে শিল্পনীতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৫৬

৬৮. সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের কয়টি নীতি রয়েছে?
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি

৬৯. কেন্দ্র স্থির রেখে দু দিকের সমদূরত্বের সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রেখাকে বলে–
ক অনুপাত খ ভারসাম্য
গ বিকিরণ ঘ ক্রমবিকাশ

৭০. পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়?
ক দু ধরনের খ তিন ধরনের
গ চার ধরনের ঘ পাঁচ ধরনের

৭১. সবচেয়ে বেশি স্থির থাকে কোন ভারসাম্য?
ক পরোক্ষ ভারসাম্য খ অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
গ রশ্মিগত ভারসাম্য ঘ প্রত্যক্ষ ভারসাম্য

৭২. যে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন?
ক রশ্মিগত ভারসাম্য খ পরোক্ষ ভারসাম্য
গ প্রত্যক্ষ ভারসাম্য ঘ তীর্যক ভারসাম্য

৭৩. T ভারসাম্য অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এখানে T ভারসাম্যের সাথে কোন ভারসাম্যের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক অপত্যক্ষ ভারসাম্য খ পরোক্ষ ভারসাম্য
গ প্রত্যক্ষ ভারসাম্য ঘ রশ্মিগত ভারসাম্য

৭৪. পোশাকের নিচের অংশের দৈর্ঘ্য কেমন রাখতে হবে?
ক কম খ বেশি
গ লম্বা ঘ খাটো

৭৫. রং, রেখা, বিন্দু, আকার ইত্যাদি ব্যবহার করে সৃষ্টি হয়–
ক পোশাকের বিকিরণ খ পোশাকের ক্রমবিন্যাস
গ পোশাকের নিরবচ্ছিন্নতা ঘ পোশাকের ছন্দ

৭৬. পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তা হচ্ছে–
ক ছন্দ খ প্রাধান্য
গ ভারসাম্য ঘ অনুপাত

৭৭. সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রং হতে হবে–
ক এক রঙের খ দু রঙের
গ তিন রঙের ঘ যেকোনো রঙের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৮. পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত উপাদানগুলো হলো—
i. রং, বিন্দু
ii. রেখা-আকার
iii. জমিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. রঙের প্রকারভেদগুলো হলো—
i. মৌলিক রং
ii. গৌণ রং
iii. প্রান্তিক রং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. সবুজ রং তৈরি করা হয়—
i. হলুদ রং দিয়ে
ii. লাল রং দিয়ে
iii. নীল রং দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
খ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. লাল + হলুদ = x রং। এখানে x রঙের সাথে যে রঙের মিল রয়েছে—
i. সবুজ
ii. বেগুনি
iii. কমলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ গ iii ঘ i, ii ও iii

৮২. রেখার প্রকারভেদগুলো হলো—
i. খাড়ারেখা
ii. সরলরেখা
iii. বক্ররেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. বক্ররেখা দ্বারা বোঝানো হয়—
i. কোমলতা
ii. নমনীয়তা
iii. তৎপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. পোশাকের ডিজাইন সৃষ্টিতে কাজে লাগে—
i. ভারসাম্য, অনুপাত
ii. প্রাধান্য, ছন্দ
iii. ওজন, শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ক গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. পোশাকের তিন ধরনের ভারসাম্যগুলো হলো—
i. প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
ii. অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
iii. রশ্মিগত ভারসাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. পোশাকের ছন্দ সৃষ্টি করা হয়—
i. রং প্রয়োগ করে
ii. সুতা প্রয়োগ করে
iii. তুলা প্রয়োগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৮৭. পোশাকের ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে—
i. ব্যক্তিত্বের সম্মতি রেখে
ii. উপলক্ষের সঙ্গতি রেখে
iii. ঋতুর সঙ্গতি রেখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৮ ও ৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানসুয়ারা তার ছেলে সিয়ামের জন্য একটি লাল সার্ট, একটি নীল প্যান্ট ও একটি হলুদ ক্যাপ কিনল। কিন্তু সিয়ামের এগুলো পছন্দ হয় নি, সে গৌণ রঙের পোশাক কিনতে চেয়েছিল।

৮৮. মানসুয়ারা তার ছেলে সিয়ামের জন্য যেসব রঙের কাপড় কিনেছে সেগুলো কোন প্রকার রঙের?
ক মৌলিক রঙের খ গৌণ রঙের
ক গ প্রান্তিক রঙের ঘ জাতীয় রঙের

৮৯. সিয়ামের পছন্দের রং হলো—
i. সবুজ
ii. বেগুনি
iii. লালচে হলুদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০ ও ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মলিনা খাড়া রেখার একটি নতুন জামা পরে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তার বান্ধবীরা দেখে তাকে বলে তোকে আজ যেন কেমন কেমন লাগছে।

৯০. মলিনার পরা নতুন জামাটি কোন ধরনের ব্যক্তির জন্য উপযোগী?
ক লম্বা ও খাটো ব্যক্তির জন্য খ ফর্সা ও লম্বা ব্যক্তির জন্য
ঘ গ মোটা ও ফর্সা ব্যক্তির জন্য ঘ মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য

৯১. মলিনার পরা নতুন জামাটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. সততা প্রকাশ পায়
ii. সাহস প্রকাশ করে
iii. খাটো ভাব কিছুটা দূর করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২ ও ৯৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ময়না সবুজ উষ্ণ রঙের একটি নতুন জামা পরেছে। তার বান্ধবীরা দেখে খুব প্রশংসা করে বলে আমরাও এ রকমের জামা বানাব।

৯২. ময়নার নতুন জামাটির বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি?
ক মনে গরম ভাব জাগ্রত করে
খ মনে ঠান্ডা ভাব জাগ্রত করে
গ মনে আনন্দের ভাব জাগ্রত করে
ক ঘ মনে স্মৃতি জাগ্রত করে

৯৩. ময়নার নতুন জামার রংটি মূলত যেসব রঙের মিশ্রণে তৈরি হয়ে থাকে তা হলো—
i. হলুদ
ii. লাল
iii. নীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

১ পাঠ ১-৩ : পোশাকের শিল্প উপাদান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫০

প্রশ্ন ১। পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন শিল্প উপাদানের নাম লেখ।
উত্তর : পোশাকশিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। ব্যবহার উপযোগী সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে এই শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ২। মৌলিক রং সম্পর্কে ধারণা দাও।
উত্তর : লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মৌলিক রং। মৌলিক বা প্রাথমিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং। কেননা এগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না বরং এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৩। গৌণ রং কীভাবে তৈরি হয়?
উত্তর : দুইটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়। এদেরকে মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা হয়। যেমন– হলুদ + নীল = সবুজ, নীল + লাল = বেগুনি, লাল + হলুদ = কমলা।

প্রশ্ন ৪। প্রান্তিক রং কীভাবে প্রস্তুত করা হয়?
উত্তর : মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যেকোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রান্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন– হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ, নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ, নীল + বেগুনি = নীলাভ বেগুনি, লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি, লাল + কমলা = লালচে কমলা, কমলা + হলুদ = হলদে কমলা।

প্রশ্ন ৫। রঙের দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
উত্তর : প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন– উষ্ণ রংগুলো আপাতদৃষ্টিতে দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং প্রাধান্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে শীতল রং আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়।

প্রশ্ন ৬। পোশাকে রঙের ভূমিকা লেখ।
উত্তর : পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে বিকশিত করা যায়। আবার যে রং মানায় না, সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঙের কারসাজি।

প্রশ্ন ৭। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে রঙের ভূমিকা লেখ।
উত্তর : সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে রং চেহারার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে সকলকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ্য ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৮। ত্বকের উজ্জ্বলতা প্রদানে রঙের প্রভাব কেমন?
উত্তর : ত্বকের উজ্জ্বতা প্রদানে পরিধানকারীর দেহ ত্বকের উপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৯। লম্বা ও কম উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কেমন পোশাক পরা উচিত?
উত্তর : লম্বা ও মধ্যম দেহাকৃতির ব্যক্তিরা বয়সের সাথে সংগতি রেখে সব রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে। অন্যদিকে কম উচ্চতা ও কৃশকায় ব্যক্তির জন্য দুই রং বিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না। এ ধরনের ব্যক্তিদের সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই মানায়।

প্রশ্ন ১০। পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করা হয় কীভাবে?
উত্তর : দেহ, ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যাতে সব রং মিলে একটি সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। একটি পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, দুটি রঙের ব্যবহার এক না হয়ে একটি অপরটি হতে বেশি হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১১। পোশাকে রেখার প্রভাব লেখ।
উত্তর : পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে ওঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খর্বকায়, কখনো স্থূল, আবার কখনো কৃশকায় মনে হয়।

প্রশ্ন ১২। গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখা কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : রেখার গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখাকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. খাড়া রেখা, ২. সমান্তরাল রেখা, ৩. কোনাকুনি রেখা, ৪. বক্র রেখা, ৫। তীর্যক রেখা ও ৬. ভগ্ন রেখা।

প্রশ্ন ১৩। রেখা কীভাবে ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে?
উত্তর : প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমণ্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সুচিন্তিত নির্বাচন ও সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ১৪। খাড়া রেখা সম্পর্কে ধারণা দাও।
উত্তর : খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এই রেখার নকশার পোশাক স্থূলকায় ও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে ব্যক্তির উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে দেয় বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ১৫। সমান্তরাল রেখার প্রভাব লেখ।
উত্তর : সমান্তরাল রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও কৃশকায় ব্যক্তির জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশভাব কিছুটা কম মনে হয়। এই রেখা আপাতদৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ১৬। বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?
উত্তর : বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি উর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ-উল্লাস বোঝায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্র রেখা আপাতদৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়। তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। এরূপ রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

প্রশ্ন ১৭। তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে কীভাবে?
উত্তর : তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। কারণ এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো উর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে স্থূলকায় ও উচ্চতায় কম মনে হবে।

প্রশ্ন ১৮। জিগজ্যাগ রেখার ভূমিকা লেখ।

উত্তর : জিগজ্যাগ রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এই রেখাগুলোর কোণের মাত্রা ও দিকের ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় উচ্চতায় কম ও স্থূলকায় মনে হয়।

প্রশ্ন ১৯। বিন্দু কী?

উত্তর : যেকোনো শিল্পের গাঠনিক একক (building block) বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে।

প্রশ্ন ২০। পোশাকে বিন্দুর প্রভাব লেখ।

উত্তর : পোশাকে বিন্দুর প্রভাব ব্যাপক। কারণ ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনয়ন করা যায়।

প্রশ্ন ২১। কোন পোশাক বর্জনীয় তা বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : যে পোশাক ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে নেতিবাচক ভাব উপস্থাপন করে, সে পোশাক যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয়। তাই ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত মানানসই এবং উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা।

প্রশ্ন ২২। গ্রীবা ছোট ও বড় ব্যক্তিদের কেমন পোশাক মানানসই?

উত্তর : গ্রীবা ছোট ব্যক্তিদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

প্রশ্ন ২৩। মুখের আকৃতি অনুযায়ী পোশাকে গলার নকশা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : মুখের আকৃতি অনুযায়ী পোশাকে গলার নকশা ভিন্ন হয়। যেমন— লম্বা, গোল, চারকোনা, ডিম্বাকৃতি। যাদের মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার তাদের 'ভি' আকৃতি এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। লম্বা মুখ হলে ছোট গলার নকশা মানানসই হয়।

প্রশ্ন ২৪। পোশাকে জমিনের প্রভাব সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পোশাকের জমিন নানা ধরনের হয়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন— নরম, মধ্যম, দৃঢ়, ওজনে ভারী, চকচকে, নিষ্প্রভ ইত্যাদি। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপস্থাপন করতে পারে।

প্রশ্ন ২৫। কোন ধরনের বস্ত্র ব্যক্তিকে ছোট দেখায়?

উত্তর : ফ্লানেল, ডেনিম প্রভৃতি নিষ্প্রভ জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে। তাই এরূপ কাপড়ে ব্যক্তিকে ছোট দেখায়। বয়স্ক ও স্থূল মানুষের জন্য এরূপ বস্ত্র উপযোগী।

প্রশ্ন ২৬। চকচকে কাপড় পরিধানকারীকে বড় দেখায় কেন?

উত্তর : চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন— সার্টিন, মারসেরাইজ করা সুতির বস্ত্র ইত্যাদি। যেসব কাপড়ে ধাতব তন্তুর কাজ থাকে, সেগুলোর জমিনও চকচকে হয়। লম্বা, কৃশ ও অল্প বয়সীদের জন্য এমন জমিন মানানসই।

পাঠ ৪ ও ৫ : পোশাকে শিল্পনীতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫৬

প্রশ্ন ২৭। শিল্পনীতি কাকে বলে?

উত্তর : পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে।

প্রশ্ন ২৮। ভারসাম্য কাকে বলে?

উত্তর : কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়।

প্রশ্ন ২৯। প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : প্রত্যক্ষ ভারসাম্যে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক একই রকম দেখায়। এরূপ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এ ধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একঘেয়ে লাগতে পারে।

প্রশ্ন ৩০। পোশাকের অনুপাত সম্বন্ধে ধারণা দাও।

উত্তর : পোশাকের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই পোশাকের অনুপাত।

প্রশ্ন ৩১। পোশাকে কীভাবে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়?

উত্তর : রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃপুন ব্যবহার করে পোশাকে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঙের দিকে আকৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন ৩২। পুনরাবৃত্তিমূলক ছন্দ কীভাবে আনা যায়?

উত্তর : রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে পুনরাবৃত্তিমূলক ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে, তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়।

প্রশ্ন ৩৩। কীভাবে বিকিরণ ছন্দ আনা হয়?

উত্তর : একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস, পুঁতি, সিকুয়েন্স, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে বিকিরণ ছন্দ আনা যায়।

প্রশ্ন ৩৪। পোশাকে নিরবচ্ছিন্নতা ছন্দ আনার প্রক্রিয়াটি লেখ।

উত্তর : পোশাকে সরল, ঢেউ খেলানো, জিগজ্যাগ ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে নিরবচ্ছিন্নতা ছন্দ আনা যায়। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভাঙার জন্য আড়াআড়ি বা কোনাকুনি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন— কুচি দেওয়া লম্বালম্বি রেখার পোশাকে আড়াআড়ি রেখার পকেটের ব্যবহার।

প্রশ্ন ৩৫। পোশাকে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে ধারণা দাও।

উত্তর : পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ৩৬। পোশাকে কীভাবে মিল বজায় রাখা যায়?

উত্তর : একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়।

প্রশ্ন ৩৭। পোশাকে শিল্পনীতির জ্ঞান সবার থাকা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে, তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। তাই পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান সবারই অন্তর্নিহিত থাকা প্রয়োজন।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। রং কী? [ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; ব. বো. '২৪; দি. বো. '২৪; ম. বো. '২৪]

উত্তর : রং বলতে এসব দ্রব্যকে বোঝায় যেটির দ্রবণে কোনো বস্ত্রকে চাহিদা অনুযায়ী ডুবিয়ে রাঙিয়ে তোলা হয়।

প্রশ্ন ২। Stippling কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৩, '১৯; রা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '২৩, '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯; ম. বো. '২৩]

উত্তর : অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে Stippling বলে।

প্রশ্ন ৩। শীতল বর্ণ কী? [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উত্তর : নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলোকে শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ বলা হয়।

প্রশ্ন ৪। ছন্দ কী? [রা. বো. '২২; য. বো. '২২; চ. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

উত্তর : ছন্দ হলো রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলোর পুনঃপুন ব্যবহারে সৃষ্ট নকশা।

প্রশ্ন ৫। শিল্পনীতি কাকে বলে? [রা. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : পোশাক শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে।

প্রশ্ন ৬। মৌলিক বর্ণ কী? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : যে রংগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না, বরং এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয়; সেগুলোই হলো মৌলিক বর্ণ বা রং।

প্রশ্ন ৭। Stippling কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে Stippling বলে।

প্রশ্ন ৮। তন্তু কী? [সকল বোর্ড ২০১৭]

উত্তর : তন্তু এক প্রকার আঁশ।

প্রশ্ন ৯। গৌণ রং কীভাবে তৈরি হয়? [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : দুটি মৌলিক রঙের মিশ্রণের মাধ্যমে গৌণ রং তৈরি হয়।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১০। রং মূলত কয় প্রকার? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, সিলেট ; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : রং মূলত তিন প্রকার। যথা— ১. মৌলিক রং, ২. গৌণ রং ও ৩. প্রান্তিক রং।

প্রশ্ন ১১। গাছের কাণ্ড থেকে কোন তন্তু পাওয়া যায়? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : গাছের কাণ্ড থেকে উদ্ভিজ্জ বাকল বা বৃক্ষ কোষ তন্তু পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১২। পরিচ্ছদের সার্থকতা কিসে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : পরিচ্ছদের সার্থকতা ব্যক্তিত্বের বিকাশে।

প্রশ্ন ১৩। সমান্তরাল রেখা কী প্রকাশ করে? [মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : সমান্তরাল রেখা বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ১৪। পোশাক তৈরি কোন শিল্পের অন্তর্গত? [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অন্তর্গত।

প্রশ্ন ১৫। গৌণ রং কাকে বলে? [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : দুটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তাকে গৌণ রং বলে।

প্রশ্ন ১৬। পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা কেমন উপাদান? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান।

প্রশ্ন ১৭। কোন ধরনের রেখা দ্বারা সাহস ও সততা প্রকাশ পায়? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : খাড়া রেখা দ্বারা সাহস ও সততা প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ১৮। কোন রং দূরের বস্তুকে কাছে আনে? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো দূরের বস্তুকে কাছে টানে।

প্রশ্ন ১৯। রেখা মূলত কত প্রকার? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

উত্তর : রেখা মূলত দুই প্রকার।

প্রশ্ন ২০। কোন রঙগুলো চোখের ক্লান্তি দূর করে? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : নীল বা সবুজ আলো চোখে স্নিগ্ধ অনুভূতি আনে, চোখের ক্লান্তি দূর করে।

প্রশ্ন ২১। পোশাকে কয়টি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়? [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

উত্তর : পোশাকে ৪টি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়।

প্রশ্ন ২২। যেকোনো শিল্পের ভিত্তি কী?

উত্তর : যেকোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে শিল্পনীতি।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ২৩। পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য শিল্প উপাদান কী কী?

উত্তর : পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য শিল্প উপাদান হচ্ছে— রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন।

প্রশ্ন ২৪। কয়টি মৌলিক রঙের সংমিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়?

উত্তর : দুটি মৌলিক রঙের সংমিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়।

প্রশ্ন ২৫। যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে কেমন দেখায়?

উত্তর : যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়।

প্রশ্ন ২৬। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে কেমন মনে হবে?

উত্তর : পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হবে।

প্রশ্ন ২৭। কেমন মেয়েকে যেকোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে?

উত্তর : ফর্সা মেয়েকে যেকোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে।

প্রশ্ন ২৮। দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের কী নির্বাচন করা উচিত?

উত্তর : দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

প্রশ্ন ২৯। খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির পক্ষে কয় রংবিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না?

উত্তর : খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির পক্ষে দুই রংবিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ৩০। কিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান?

উত্তর : পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান।

প্রশ্ন ৩১। তীর্যক রেখা কিসের পরিচয় বহন করে?

উত্তর : তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে।

প্রশ্ন ৩২। যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য কী আকৃতির গলার নকশা মানানসই?

উত্তর : যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' কিংবা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই।

প্রশ্ন ৩৩। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের নীতি কয়টি?

উত্তর : সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের নীতি ছয়টি।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। তীর্যক রেখা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে। আর এভাবেই তীর্যক রেখা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করে থাকে।

প্রশ্ন ২। একজন শ্যামলা মেয়েকে কোন রঙের পোশাক মানাবে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উত্তর : একজন শ্যামলা মেয়েকে হালকা রঙের পোশাক মানাবে। বস্তুত ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে রঙের ভূমিকা অত্যধিক। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ফর্সা বা হালকা রঙের ত্বকের ক্ষেত্রে গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বা শ্যামলা বর্ণের ত্বকের ক্ষেত্রে হালকা রঙের পোশাক অধিক মানানসই। পোশাকের শিল্পনীতি অনুযায়ী পোশাকের এই উৎকৃষ্ট সমন্বয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ইতিবাচকভাবে ফুটিয়ে তোলে। অপরদিকে ত্রুটিপূর্ণ রং নির্বাচন ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়। পরিধানকারীর দেহত্বক বিবেচনায় একজন শ্যামলা মেয়ের ক্ষেত্রে তাই হালকা অনুজ্জ্বল রঙের পোশাক অধিক মানানসই হবে।

প্রশ্ন ৩। পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে কী বোঝ? [রা. বো. '২২; য. বো. '২২; চ. বো. '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

উত্তর : পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে পোশাকের মাধ্যমে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। আর পোশাকের পরিপাট্য হচ্ছে এ প্রচেষ্টার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন ৪। পোশাকের নকশায় দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। যেমন– প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

প্রশ্ন ৫। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক – ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '১৯]

উত্তর : সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। জন্মের পর থেকে জীবনের শেষ অবদি গৃহ পরিবেশেই আমরা বসবাস করি। তাই ব্যক্তি জীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। ময়লা, ধুলা পড়া আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। যত্নের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিঁপড়া, পোকার উপদ্রব হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায়। ধুলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ৬। আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '১৯]

উত্তর : আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে ঘরে সমানভাবে আসবাব সংস্থাপন করাকে বোঝায়। আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের আসবাবপত্রের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি আবার অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। ফলে আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন ৭। সুতি বস্ত্র আরামদায়ক কেন? [সকল বোর্ড ২০১৭]

উত্তর : সুতি তন্তু তাপ সুপরিবাহী, অর্থাৎ এ তন্তুর ভিতর দিয়ে সহজেই তাপ চলাচল করতে পারে। এছাড়াও সুতি তন্তুর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি, শোষণ ক্ষমতা ও পরিধেয় গুণাবলি ভালো হওয়ায় সুতি বস্ত্র আরামদায়ক।

প্রশ্ন ৮। রেখা সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে– ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এ রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার-আকৃতি গঠিত হয়।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৯। সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে রঙের ভূমিকা কীরূপ?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকেও অসাধারণ মনে হয়। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পোশাকের ত্রুটিপূর্ণ রং নির্বাচন ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দিতে পারে।

প্রশ্ন ১০। পোশাকে মিল বলতে কী বোঝ?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, সিলেট]

উত্তর : একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য–

- একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়। যেমন– বর্গাকার বা স্কোয়ার গলার সাথে বর্গাকৃতি পকেট সংযোজন করা যেতে পারে।
- সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল থাকতে হবে।
- ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সংগতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে।
- পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের মিল থাকতে হবে।

প্রশ্ন ১১। পোশাকে জিগজ্যাগ রেখার ব্যবহার কীরূপ হয়?
[মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : জিগজ্যাগ রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এ রেখাগুলোর কোনের মাত্রা ও দিকের ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় মোটা ও খাটো মনে হয়।

প্রশ্ন ১২। উষ্ণ বর্ণ কী? [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রংগুলোকে উষ্ণ বর্ণ বলে। এদের উজ্জ্বল বর্ণ ও বলা হয়। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে। মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে। উষ্ণ বর্ণ দূরের জিনিসকে কাছে টানে। বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন ১৩। পোশাকে বিন্দুর ভূমিকা আলোচনা কর।
[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : পোশাকে বিন্দুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যেকোনো শিল্পের building block বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই রেখা আছে। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু গতি পেলেই তা রেখায় রূপান্তরিত হয়। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায় এবং পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনয়ন করা যায়। তাই পোশাকে বিন্দুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৪। পোশাক তৈরিতে শিল্প উপাদান গুরুত্বপূর্ণ কেন?
[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : পোশাক শিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। এ উপাদানগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরি করা সম্ভব। তাই পোশাক তৈরিতে শিল্প উপাদান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৫। গৌণ রং কীভাবে তৈরি করা যায়?
[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : দুইটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি করা যায়। আমাদের চারপাশে প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। এই রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। রং মূলত তিন প্রকার : ১. মৌলিক রং, ২. গৌণ রং এবং ৩. প্রান্তিক রং। গৌণ রংকে মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা যায়। যেমন- হলুদ + নীল = সবুজ, নীল + লাল = বেগুনি, লাল + হলুদ = কমলা ইত্যাদি হলো গৌণ রং।

প্রশ্ন ১৬। পোশাকের প্রাধান্য বলতে কী বোঝ?
[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের বিন্দু সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেখা গেছে যে দেহের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১৭। পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

উত্তর : পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরো মাধুর্যময় করে তোলা যায়। পোশাকের ক্ষেত্রে রঙের ভূমিকা ব্যাপক। পোশাকের রং ব্যক্তির সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। তাই পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হলো এক এক রং এক এক প্রকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠন, দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান, দেহাকৃতির পরিবর্তন, প্রাধান্য সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। তাছাড়া পোশাকে সমন্বয় রক্ষার জন্যেও পোশাকে রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৮। তন্তু স্পর্শ করে পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা কর।
[ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

উত্তর : যে সব পরীক্ষার মাধ্যমে তন্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তাকে তন্তু সণাক্তকরণ পরীক্ষা বলে। এর মধ্যে তন্তু স্পর্শ করে একটি পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত অনেক দিনের অভিজ্ঞতার কারণে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর তৈরি কাপড় সণাক্ত করতে পারে। যেমন— সুতি কাপড় হাত দিয়ে ঘষলে ঠান্ডা ও নরম অনুভূতি জাগে। লিনেন কাপড় সুতি কাপড়ের তুলনায় অনেক ঠান্ডা ও মসৃণ মনে হয়। তবে দুই বা ততোধিক তন্তু দিয়ে মিশ্রিত তন্তুর কাপড় এ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন।

প্রশ্ন ১৯। পোশাকে ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?
[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

উত্তর : সাধারণভাবে ভারসাম্য বলতে বোঝায় কেন্দ্রের দু দিকের ওজন ও শক্তির সমতাকে। পোশাকে যখন নকশা বা ডিজাইন এমনভাবে করা হয় যে, এর একটি অংশকে অন্যটির চেয়ে বেশি ভারী বা দক্ষতাসম্পন্ন মনে না হয়, তখন তাকে ভারসাম্য বলা হয়। পোশাকের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিজাইন, নকশা, ব্লক, প্রিন্ট, সজ্জা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। তিন প্রকারের ভারসাম্য পোশাকে দেখা যায়— প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ এবং রশ্মিগত।

প্রশ্ন ২০। নাক, কান ও গলার যত্ন সম্পর্কে লেখ।
[বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : নাক, কান ও গলা এই নিকটবর্তী অঙ্গগুলোর সুস্থতা খুবই জরুরি। শ্রবণেন্দ্রীয় কান দিয়ে কথা ঠিকভাবে শুনেই আমরা নিজেরা কথায় উত্তর দেই। চিন্তা করি। ঠান্ডা লাগলে নাক, গলা বসে গেলে কিংবা নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি স্বাভাবিক জীবনেও বাধার সৃষ্টি হয়। গলার সুস্থতার জন্য লবণযুক্ত গরম পানি ভালো।

প্রশ্ন ২১। মৌলিক রং বলতে কী বোঝায়?
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : যে রংগুলো অন্যকোনো রঙের সংমিশ্রণে তৈরি করা যায় না, তাকে মৌলিক রং বলা হয়। মৌলিক রং সহযোগে অন্য যেকোনো রং তৈরি করা যায়। লাল, হলুদ ও নীল হলো মৌলিক রং।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ২২। পোশাকে জমিন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পোশাকের জমিন নানা ধরনের হয়। পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে, সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্যে প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। যেমন : নরম, মধ্যম, দৃঢ়, নিষ্প্রভকারী, চকচকে ইত্যাদি। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটা ভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

প্রশ্ন ২৩। মৌলিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং কেন?

উত্তর : লাল, হলুদ ও নীল এ তিনটি রংকে মৌলিক রং বলে। এ রংগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না। কিন্তু এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয়। আর সেজন্যই মৌলিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং।

প্রশ্ন ২৪। পোশাকের রঙের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কেন?

উত্তর : পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। অতএব, পোশাকে রঙের ভূমিকা ব্যাপক। আর তাই পোশাকের রঙের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২৫। দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত কেন?

উত্তর : রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। অর্থাৎ কোনো রঙে পাতলাকে বাহ্যিকভাবে মোটা দেখায়। আবার কোনো রঙে বাহ্যিকভাবে মোটাকে পাতলা দেখায়। আর তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

প্রশ্ন ২৬। খাড়া রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী কেন?

উত্তর : খাড়া রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। আর তাই খাড়া রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী।

প্রশ্ন ২৭। খাটো ও মোটা মেয়েদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী কেন?

উত্তর : অনেক সময় দেখা যায় যে, খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরে। এতে তাদের উচ্চতা আরও কমে যায় এবং বাহ্যিকভাবে দেখতে আরও মোটা লাগে। আর তাই খাটো ও মোটা মেয়েদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী।

প্রশ্ন ২৮। কীভাবে তৈরি ব্লাউজ পরলে ঘাড়ের কাছের ত্রুটি তত প্রকট হবে না?

উত্তর : অনেকের পেছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাংস সম্ভবত উঁচু হয়ে থাকে। তা ঢাকবার জন্য কেউ কেউ উঁচু কলারযুক্ত ব্লাউজ বা জামা পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক উপায় হচ্ছে ব্লাউজের গলার ছাঁটটিকে ওই মাংসপিন্ডের সঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা। আর এভাবে তৈরি ব্লাউজ পরলে ঘাড়ের কাছের ত্রুটি তত প্রকট হবে না।

প্রশ্ন ২৯। পোশাকের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদেরকে শিল্পনীতি বলে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পনীতির বিকল্প নেই।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

গোলগাল চেহারার অপেক্ষাকৃত কম লম্বা মেয়ে বন্যা একদিন পোশাক কিনতে মার্কেটে যায়। সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা ও উঁচু কলার দেওয়া গলার বড় ছাপাযুক্ত জামা দুটি তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু সবকিছু চিন্তা করে সে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা তার নিজের জন্য কিনে আনে।

ক. যেকোনো শিল্পের ভিত্তি কোনটি? ১

খ. পোশাকের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক যেকোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে শিল্পনীতি।

খ কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তু সামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। যথা— প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

গ বন্যার উচ্চতার সাথে সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি মানানসই ছিল না বলে সে এই জামাটি কেনে নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যা খাটো প্রকৃতির মেয়ে। তার চেহারাও গোলগাল। সব ধরনের পোশাকে তাকে মানাবে না। তাকে এমন কিছু পোশাক কিনতে হবে যেন পোশাক তার সাথে মানানসই হয়। তাই মানানসই পোশাক কিনতে সে মার্কেটে যায়। মার্কেটে গিয়ে সমান্তরাল রেখার একটা নকশাযুক্ত জামা তার পছন্দ হয়। কিন্তু সে জামাটি কিনে নি। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য সমান্তরাল রেখার জামা উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশভাব কম মনে হয়। এ ধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। তাই খাটো ও গোলাকার চেহারা প্রকৃতির মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। কারণ এই রেখার পোশাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। সুতরাং বলা যায়, বন্যার উচ্চতার সাথে সমান্তরাল রেখার জামাটি মানাবেনা বলেই সে জামাটি কিনে নি।

ঘ আমি মনে করি বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে।

খাড়া বা লম্বা রেখার পোশাক সাহস ও সততা প্রকাশ করে। এই নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব দূর হয়। খাড়া রেখা সাধারণত বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। এই রেখাযুক্ত পোশাক পরলে খাটো প্রকৃতির ব্যক্তিকে কিছুটা লম্বা মনে হয়। খাটোভাব কিছুটা দূর হয়। উদ্দীপকে দেখি, বন্যা খাটো মেয়ে। তার চেহারাও গোলাকার। সে মার্কেটে পোশাক কিনতে যায়। সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা তার পছন্দ হয়। কিন্তু সে সব কিছু চিন্তা করে সমান্তরাল রেখার জামাটি কিনেনি। সে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ জামা কিনেছে। উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে আমি মনে করি বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন ২ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

সাবা ও সানা দুই বোন। উভয়েরই গায়ের রং ফর্সা হলেও দেহের গঠন ও আকৃতিতে দুজন একেবারেই বিপরীত। একদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে দুজনেই নীল রঙের শাড়ি পরে যায়। অনুষ্ঠানের সবাই শুধু কৃষ্ণকায় সাবার প্রশংসা করে।

ক. রং মূলত কত প্রকার? ১

খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সাবার প্রশংসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায় হয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রং মূলত তিন প্রকার। যথা— ১. মৌলিক রং ২. গৌণ রং এবং ৩. প্রান্তিক রং।

খ পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরো মাধুর্যময় করে তোলা যায়। পোশাকের ক্ষেত্রে রঙের ভূমিকা ব্যাপক। পোশাকের রং ব্যক্তির সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। তাই পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হলো এক এক রং এক এক প্রকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠন, দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান, দেহাকৃতির পরিবর্তন, প্রাধান্য সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। তাছাড়া পোশাকে সমন্বয় রক্ষার জন্যেও পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ দেহ আকৃতির ও গায়ের রঙের সাথে শাড়ির রং মানানসই হওয়ায় সবাই সাবার প্রশংসা করে।

উদ্দীপকে দেখি, সাবার গায়ের রং ফর্সা। দেহের গড়নও পাতলা আকৃতির। সে বিয়ের অনুষ্ঠানে নীল রঙের শাড়ি পরেছে। তাই সবাই তার প্রশংসা করেছে। পোশাক পরিধানকারীর দেহ ও ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং নির্বাচন করতে হবে দেহের ত্বকের ওপর ভিত্তি করে। এতে পরিধানকারীকে আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর লাগবে। পোশাকের রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। তাই দেহের আকৃতি ও গায়ের রঙের ওপর ভিত্তি করে পোশাকের রং নির্বাচন করতে হবে। পাতলা দেহের ফর্সা মেয়েদের যে কোনো রঙের পোশাকে সুন্দর দেখাবে। তাই বলা যায় সাবার গায়ের রং ও দেহের আকৃতির সাথে শাড়ি মানানসই হওয়ায় সকলে তার প্রশংসা করেছে।

ঘ সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায়।

পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হয়। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকের উপযুক্ত রং নির্বচন করা উচিত। এতে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। আর ত্রুটিপূর্ণ পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়। তাই পোশাকের রং ও চেক নির্বাচনে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরা উচিত নয়। তাহলে আরো মোটা দেখাবে। তাই মোটা মেয়েদেরকে সবসময় হালকা রঙের পোশাক পরতে হবে। উদ্দীপকে দেখি, সাবা ও সানা দুজনই ফর্সা। কিন্তু সাবা পাতলা গড়নের আর সানা মোটা আকৃতির। সাবা ও সানা দুজনই বিয়ের অনুষ্ঠানে নীল রঙের শাড়ি পরেছে। নীল রঙের শাড়ি সাবাকে মানায় ভালো। কিন্তু গাঢ় রঙের নীল শাড়ি পরাতে সানাকে ভালো লাগেনি। সুতরাং বলা যায়, সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

বীনা ও রিনা দুই বোন পোশাক কিনতে তাদের ডিজাইনার খালামনির পরামর্শ চান। খালামনি বীনাকে 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির এবং রিনাকে ছোট ও উঁচু ফিটিং গলার পোশাক কিনতে পরামর্শ দেন ।

ক. রং কী? ১

খ. কেন শিল্প উপাদান পোশাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? ২

গ. তোমার মতে, বীনার দৈহিক আকৃতি কেমন? উক্ত গঠনের বীনার কোন ধরনের রেখার পোশাক পরা উচিত বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৩

ঘ. "খালামনির পরামর্শে নির্বাচিত পোশাক রিনার চেহারা আকর্ষণীয় করবে"- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও । ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রং বলতে এসব দ্রব্যকে বোঝায় যেটির দ্রবণে কোনো বস্ত্রকে চাহিদা অনুযায়ী ডুবিয়ে রাঙিয়ে তোলা হয়।

খ পোশাক শিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। এ উপাদানগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরি করা সম্ভব, তাই পোশাক তৈরিতে শিল্প উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ আমার মতে, উদ্দীপকের বীনার আকৃতি খাটো ও মোটা। তাই উক্ত গঠনের বীনার জন্য খাড়া বা লম্বা রেখার পোশাক পরা উচিত বলে আমি মনে করি।

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কতকগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে ওঠে। রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রুটি গোপন করা যায়। এর ফলে দেহের সুন্দর দিকগুলো ফুটিয়ে তুলে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। উদ্দীপকে দুই বোন বীনা ও রিনা পোশাক কেনার সময় তাদের ডিজাইনার খালামনির পরামর্শ চান। এ সময় খালামনি বীনাকে 'ভি' বা ইউ আকৃতির পোশাক কিনতে পরামর্শ দেন। আর 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির খাড়া নকশাযুক্ত পোশাক খাটো ও মোটা আকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। খাড়া রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এ রেখার নকশার পোশাক পরিধানের ফলে দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।

অতএব, খাটো বা মোটা আকৃতির বীনার জন্য খাড়া বা লম্বা রেখার পোশাক পরিধান করা উচিত বলে আমি মনে করি।

ঘ উদ্দীপকের "খালামনির পরামর্শে নির্বাচিত পোশাক রিনার চেহারা আকর্ষণীয় করবে।" – উক্তিটি যথার্থ।

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পোশাক-পরিচ্ছদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের আকৃতি অনুযায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচন করতে পারলে দেহের ত্রুটিগুলো গোপন করা যায়। পোশাক নির্বাচনের সময় খাটো, মোটা, লম্বা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যারা মোটা তাদের জন্য ঢিলেঢালা পোশাক, ঘাড়ের কাছে যাদের মাংস উঁচু তাদের মাংসপিন্ডের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা উচিত। আবার মুখের আকৃতি অনুযায়ী গলার নকশা করা উচিত। তেমনি গলার আকৃতির দিকে লক্ষ রেখে পোশাকে কলার নির্বাচন করা দরকার। এভাবে প্রত্যেকের দেহের ধরন বা আকৃতির দিকে লক্ষ রেখে পোশাক নির্বাচন করা উচিত। তাহলেই ব্যক্তিকে পোশাকের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিনার খালামনি তাকে ছোট ও উঁচু ফিটিং গলার পোশাক কেনার জন্য পরামর্শ দেন। রিনার গ্রীবা লম্বা বা সরু হওয়ায় তার জন্য ছোট গলা ও উঁচু ফিটিং গলার পোশাক বেশি মানানসই। সুতরাং বলা যায়, খালামনির পরামর্শে নির্বাচিত পোশাক রিনার চেহারা আকর্ষণীয় করবে এ উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪ ▸ ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

ঊর্মি ও আঁখি দুই বান্ধবী একই কলেজে পড়ে। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঊর্মি ও আঁখি একই রঙের পোশাক পরবে বলে স্থির করে। ঊর্মি মোটা ও খাটো দেহাকৃতির এবং গায়ের রং শ্যামলা। অপরদিকে, আঁখি লম্বা ও পাতলা দেহাকৃতির এবং গায়ের রং ফর্সা। অনুষ্ঠানের দিন পোশাকের সাথে মানানসই সাজসজ্জার সমন্বয়ে আঁখিকে অপরূপ দেখায়।

ক. Stippling কাকে বলে? ১

খ. তীর্যক রেখা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঊর্মির দেহাকৃতির সাথে মানানসই পোশাক কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সঠিক পোশাক নির্বাচন করায় আঁখিকে অপরূপ দেখায়'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে Stippling বলে।

খ তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে।

গ প্রত্যেক রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না, সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঊর্মির দেহাকৃতি মোটা ও খাটো এবং গায়ের রং শ্যামলা। পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহ-ত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেহেতু ঊর্মির দেহাকৃতি মোটা ও খাটো প্রকৃতির, তাই বড় ছাপা গাঢ় লাল বর্ণের পোশাক পরলে তাকে আরও মোটা দেখাবে। হালকা রঙের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ ঊর্মির জন্য মানানসই। তাছাড়া শ্যামলা বর্ণের মেয়েদের হালকা রঙের পোশাক পরিধান করলে গায়ের রং উজ্জ্বল দেখায় এবং গাঢ় রং পরিধান করলে অনুজ্জ্বল দেখায়। তাই আমি মনে করি, হালকা রঙের ছোট ছোট ছাপার যেকোনো পোশাক ঊর্মির দেহাকৃতির সাথে মানানসই।

ঘ পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে।

পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে সকলকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের আঁখি লম্বা, পাতলা দেহাকৃতির এবং গায়ের রং ফর্সা। সে আড়াআড়ি রেখার লাল বর্ণের পোশাক পরিধান করায় তাকে অপরূপ দেখায়। পরিধানকারীর দেহ-ত্বকের উপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। ফর্সা মেয়েকে যেকোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে। কোনো ফর্সা

মেয়ে যদি নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, তাহলে গাঢ় রঙের পোশাক পরিধান করতে পারে। তাছাড়া লম্বা, পাতলা মেয়েদের আড়াআড়ি রেখার উজ্জ্বল রঙের পোশাক বেশি মানায়। এই রেখা আপাতদৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। মেয়েদের পাতলাভাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে কমানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক বিশেষ উপযোগী। যেহেতু আঁখি লম্বা, পাতলা দেহাকৃতির এবং গায়ের রং ফর্সা, তাই আড়াআড়ি রেখায় লাল বর্ণের পোশাকটি তাকে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পোশাকের সাথে মানানসই সাজসজ্জার সমন্বয়ে তাকে অপরূপ দেখায়।

প্রশ্ন ৫ ▸ ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২২

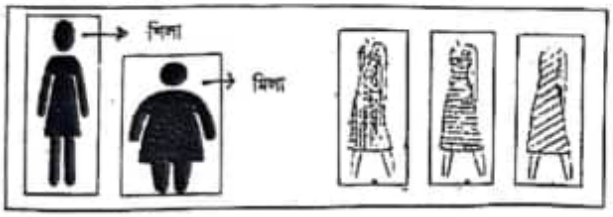

ক. শীতল বর্ণ কী? ১
খ. একজন শ্যামলা মেয়েকে কোন রঙের পোশাক মানাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলার জন্য উপযোগী পোশাক কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিলা ও মিলার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উদ্দীপকের কোন রেখার পোশাক উপযুক্ত বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলোকে শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ বলা হয়।

খ একজন শ্যামলা মেয়েকে হালকা রঙের পোশাক মানাবে। বস্তুত ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে রঙের ভূমিকা অত্যধিক। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ফর্সা বা হালকা রঙের ত্বকের ক্ষেত্রে গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বা শ্যামলা বর্ণের ত্বকের ক্ষেত্রে হালকা রঙের পোশাক অধিক মানানসই। পোশাকের শিল্পনীতি অনুযায়ী পোশাকের এই উৎকৃষ্ট সমন্বয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ইতিবাচকভাবে ফুটিয়ে তোলে। অপরদিকে ত্রুটিপূর্ণ রং নির্বাচন ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়। পরিধানকারীর দেহতক বিবেচনার একজন শ্যামলা মেয়ের ক্ষেত্রে তাই হালকা অনুজ্জ্বল রঙের পোশাক অধিক মানানসই হবে।

গ উদ্দীপকে মিলা চিহ্নিত চিত্রটি আকৃতিতে খাটো এবং স্থূল। পোশাকের শিল্পনীতি বিবেচনায় মিলাকে এক্ষেত্রে ছোট ছাপার একই সাথে হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জন্য দুই রংবিশিষ্ট পোশাকও উপযুক্ত হবে না। উদ্দীপকের মিলাকে তাই এক রংবিশিষ্ট হালকা রঙের পোশাক নির্বাচনে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা শিল্পনীতির মাধ্যমে পোশাকের যথার্থ রং নির্বাচনের ভিত্তিতে ব্যক্তিবিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থূলকায় বা কৃশকায় হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব। দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পোশাকের ভূমিকা অত্যধিক হওয়ায়, প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র দেহাকৃতি বিবেচনায় পোশাক নির্বাচনে সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, পরিচ্ছদ যত দামিই হোক না কেন তা যদি ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সব প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে ওঠে। আর এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য পোশাক নির্বাচনে পোশাকের শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে সহজেই যেকোনো ত্রুটি গোপন করা যায়। উদ্দীপকের মিলা আকৃতিতে খাটো ও স্থূল হওয়ায় এক্ষেত্রে তার জন্য তাই শিল্পনীতি অনুযায়ী ছোট ছাপার সাথে হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন শ্রেয়।

ঘ উদ্দীপকের শিলা ও মিলা দুটি ভিন্ন চিত্র। সেখানে শিলা আকৃতিতে লম্বা এবং মিলা আকৃতিতে খাটো। দুজন আকৃতিতে ভিন্ন ও বিপরীত হওয়ায় তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেখার পোশাক উপযুক্ত বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে শিলা আকৃতিতে লম্বা হওয়ায় তার জন্য উপযোগী সমান্তরাল রেখার পোশাক। আমরা জানি, পোশাকের শিল্পনীতি তাই যা ব্যক্তির ত্রুটিসমূহ গোপন করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয়রূপে ফুটিয়ে তোলে। আকৃতিতে লম্বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখার পোশাকের ভূমিকাটি সে ক্ষেত্রে হলো এই যে, এ রেখার প্রভাবে আকৃতির কৃশভাব কিছুটা কম মনে হয়।

অন্যদিকে আকৃতিতে খাটো ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাড়া রেখাবিশিষ্ট পোশাক অধিক উপযোগী এজন্য যে পোশাকে খাড়া রেখার প্রভাবে খাটো ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা মনে হয়। খাটো-খাড়া বা লম্বা-সমান্তরালের এমন উৎকৃষ্ট সমন্বয়ে যে ভারসাম্যটি তৈরি হয়, ব্যক্তির বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার গুরুত্ব অত্যধিক। সুতরাং আলোচনার আলোকে বলতে পারি, উদ্দীপকের শিলা ও মিলার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিলার জন্য সমান্তরাল রেখা এবং মিলার জন্য খাড়া রেখাবিশিষ্ট পোশাক নির্বাচন অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৬ ▸ রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২

রীনা অফিসের একটি সেমিনারে চওড়া পাড়ের আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিধান করে। সে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা গড়নের। সহকর্মী জুলিয়া তাকে দেখে মন্তব্য করেন যে, "রীনার পোশাকের নকশাটি তার শারীরিক গড়নের জন্য উপযুক্ত হয়নি। প্রত্যেকেরই নিজ ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সংগতি রেখে পোশাকের নকশা নির্বাচন করা উচিত।"

ক. ছন্দ কী? ১
খ. পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রীনার পোশাক নির্বাচনে কী ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পোশাক সম্পর্কে সহকর্মী জুলিয়ার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ছন্দ হলো রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলোর পুনঃপুন ব্যবহারে সৃষ্ট নকশা।

খ পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে পোশাকের মাধ্যমে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। আর পোশাকের পরিপাট্য হচ্ছে এ প্রচেষ্টার পূর্বশর্ত।

গ উদ্দীপকের রীনা আকৃতিতে খাটো ও মোটা গড়নের। অফিসের সেমিনারে সে চওড়া পাড়ের আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিধান করে। শারীরিক গঠনের বিবেচনায় এক্ষেত্রে তার পোশাক নির্বাচনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

আমরা জানি, চওড়া পাড়ের আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিচিত সমান্তরাল রেখা নামে। আর এ ধরনের পোশাক উপযোগী লম্বা গড়নের কৃশভাব শরীরের জন্য। সে ক্ষেত্রে লম্বা গড়নের শরীরে খানিকটা ভারসাম্য এনে তাকে আকর্ষণীয়রূপে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু খাটো ও মোটা গড়নের শরীরের ক্ষেত্রে এ রেখার পোশাক উপযোগী নয়। সে ক্ষেত্রে খাটো ও মোটা গঠনকে অধিক খাটো ও মোটা অনুভূত হয়। যেমনটি ঘটেছে উদ্দীপকের রীনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তার নির্বাচিত পোশাকের নকশাটি তার শারীরিক গঠনের জন্য উপযুক্ত হয়নি।

সুতরাং আলোচনার আলোকে বলতে পারি, উদ্দীপকের রীনার পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক রেখার নির্বাচনজনিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে রীনার পোশাক সম্পর্কে তার সহকর্মী জুলিয়ার মন্তব্যটি হলো– "রীনার পোশাকের নকশাটি তার শারীরিক গড়নের উপযুক্ত হয়নি।" কেননা আমরা জানি, প্রতিটি রেখা বা নকশার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমন্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সুচিন্তিত নির্বাচন ও সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যেমন– খাড়া বা লম্বা রেখাবিশিষ্ট পোশাক অপেক্ষাকৃত খাটো বা মোটা গড়নের শরীরের জন্য উপযুক্ত।

অন্যদিকে আড়াআড়ি বা সমান্তরাল রেখাবিশিষ্ট পোশাক লম্ব গঠনের শরীরের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু উদ্দীপকের রীনা খাটো ও মোটা গড়নের হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিধান করেছেন, তাই তার নির্বাচিত পোশাকটি এক্ষেত্রে তার সৌন্দর্যকে অধিক আকর্ষণীয় করার জন্য উপযোগী নয়। বরং বিপরীতভাবে তার সৌন্দর্যকে আরও অনাকর্ষণীয় করতে ভূমিকা রাখে। তাই তার নির্বাচিত পোশাকটি যে তার শারীরিক গঠনের জন্য উপযুক্ত হয়নি, তার সহকর্মীর করা এ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ ▶ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার সোমা ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে লম্বা স্ট্রাইপের কয়েকটি কামিজ পছন্দ করে। কিন্তু সোমার মা মেয়ের জন্য নিচের দিকে মুখ করা এবং ফাঁকা ফাঁকা স্ট্রাইপের কামিজ পছন্দ করেন এবং ক্রয় করেন।

ক. শিল্পনীতি কাকে বলে? ১

খ. পোশাকের নকশায় দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সোমার পছন্দ করা কামিজটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোমার মার ক্রয়কৃত কামিজটি সোমার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাক শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে।

খ কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। যেমন– প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

গ উদ্দীপকের সোমার উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে সে লম্বা স্ট্রাইপের কামিজ পছন্দ করে; যা তার সাথে বেমানান। এ কারণে সোমার পছন্দ করা কামিজটি কেনা হয়নি।

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। খাড়া বা লম্বা রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এ রেখার নকশার পোশাক স্থূলকায় ও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে ব্যক্তির উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে দেয় বলে মনে হয়। উদ্দীপকে সোমা এমনিতেই অনেক লম্বা। সে যদি খাড়া বা লম্বা স্ট্রাইপের কামিজ পড়ে তবে তাকে আরও লম্বা মনে হবে। তাই সোমার পছন্দ করা কামিজটি তার জন্য কেনা হয়নি।

ঘ উদ্দীপকে সোমার মার ক্রয়কৃত কামিজটি নিচের দিকে মুখ করা এবং ফাঁকা ফাঁকা স্ট্রাইপের। এ ধরনের নকশা তীর্যক বা কৌনিক রেখাকে নির্দেশ করে; যা সোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি।

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। এক্ষেত্রে তীর্যক রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহার কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তীর্যক রেখাগুলো উর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে স্থূলকায় ও উচ্চতায় কম মনে হয়। উদ্দীপকের সোমার উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। এ কারণে মা তার জন্য নিচের দিকে মুখ করা ফাঁকা ফাঁকা স্ট্রাইপের কামিজ কিনেছেন। যাতে কামিজটি সোমার দেহ কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সোমার মার ক্রয়কৃত কামিজটি যথার্থ ছিল।

প্রশ্ন ৮ ▶ ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

শিমলার স্বাস্থ্য ভালো এবং উচ্চতায় ৪ ফুট ২ ইঞ্চি। পূজার পোশাক কিনতে গিয়ে আড়াআড়ি রেখার পোশাক পছন্দ করে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে শিমলা লম্বা রেখার পোশাক কিনে। অপরদিকে শিমলার মা তার ৫ বছর বয়সী ছোট মেয়ে শিমুর জন্য এক রঙের ২ গজ কাপড় কিনে। সাথে জরির লেস ও পুতি কিনে দর্জিকে জামা তৈরি করতে দেন এবং বলেন বুকের সামনের নিচের দিকে বক্রাকারে পরপর লেস এবং পুতি লাগিয়ে নক্‌শা তৈরি করতে।

ক. মৌলিক বর্ণ কী? ১

খ. সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিমলার জন্য উক্ত রেখার পোশাক কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিমুর পোশাকটি দৃষ্টিগোচর করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত? ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক মৌলিক বর্ণ হলো প্রাথমিক বর্ণ।

খ সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন চেহারার মধ্যে আশ্চার্য পরিবর্তন আনতে পারে। আর ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়র মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে উঠে। এছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠনে পোশাকের গুরুত্ব ও অপরিসীম। এক্ষেত্রে পোশাকে রং, রেখা, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদান ও বিভিন্ন শিল্পনীতি অনন্য ভূমিকা পালন করে সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে, যা চেহারায় আশ্চর্য পরিবর্তন আনে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সির্মলার জন্য লম্বা রেখার পোশাক কেনার কারণ হলো তার দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর করা এবং তাকে দেখতে যেন লম্বা মনে হয়।

সিমলার স্বাস্থ্য ভালো এবং উচ্চতায় খাটো। পোশাক কিনতে গিয়ে সে আড়াআড়ি রেখার পোশাক পছন্দ করলেও অনেক চিন্তা ভাবনা করে লম্বা রেখার পোশাক কিনে আনে। কেননা খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর, উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এই রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়। অপরদিকে আড়াআড়ি রেখা দৈঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। যেকারণে সিমলা লম্বা রেখার পোশাক কিনেছে।

ঘ উদ্দীপকে শিমুর পোশাকটি দৃষ্টিগোচর করার ক্ষেত্রে মায়ের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

৫ বছর বয়সী শিশুর জন্য মা ১ রঙের কাপড় কিনে দর্জিকে বলেন বক্রাকারে পরপর জরি, লেস ও পুতি লাগিয়ে নক্শা তৈরি করতে, যা পোশাকে ছন্দ তৈরি সকলের দৃষ্টিগোচর করবে। পোশাকে চারটি

পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথা– পুনরাবৃত্তি, বিকিরণ, ক্রমবিন্যাস ও নিরবচ্ছিন্নতা। উদ্দীপকে শিমুর মা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পোশাকটিতে ছন্দ আনার চেষ্টা করেছেন। রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে, তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়। পোশাকের ডিজাইনের ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঙের দিকে আকৃষ্ট হয়। এতে পোশাকের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এভাবেই একটি সাধারণ পোশাকে বৈচিত্র্য এনে সকলের দৃষ্টিগোচর করা যায়। তাই আমি মনে করি, শিমুর পোশাকটি দৃষ্টিগোচর করার ক্ষেত্রে মায়ের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ৯ ▸ ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

ঊর্মি ও আঁখি দুই বান্ধবী একই কলেজে পড়ে। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঊর্মি ও আঁখি একই রং-এর পোশাক পড়বে বলে স্থির করে। ঊর্মি মোটা ও খাটো দেহাকৃতির এবং দেহের রং শ্যামলা। ঊর্মি বড় ছাপার গাঢ় লাল বর্ণের পোশাক পড়ে। ফলে ঊর্মিকে আরও মোটাও খাটো দেখায়। অপরদিকে আঁখি লম্বা, পাতলা দেহাকৃতির এবং গায়ের রং ফর্সা। আঁখি আড়াআড়ি রেখার লাল বর্ণের পোশাক পরে। পোশাকের সাথে মানানসই সাজসজ্জার সমন্বয়ে তাকে অপরূপ দেখায়।

ক. Stippling কাকে বলে? ১
খ. তীর্যক রেখা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঊর্মির দেহাকৃতির সাথে মানাসই পোশাক কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সঠিক পোশাক নির্বাচন করায় আঁখিকে অপরূপ দেখায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

উত্তর সংকেত : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১০ ▸ সকল বোর্ড ২০১৭

শান্তার মেয়ে সায়ন্তিকা দেখতে মোটা ও খাটো। ঈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে সে এমন পোশাক কিনতে চাইল যেন মেয়েকে লম্বা দেখায়। শান্তা মনে করেন, আকৃতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করলে ব্যক্তিত্বকে সহজেই ফুটিয়ে তোলা যায়।

ক. তন্তু কী? ১
খ. সুতি বস্ত্র আরামদায়ক কেন? ২
গ. সায়ন্তিকার জন্য তার মা কেমন পোশাক নির্বাচন করবেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শান্তার সাথে তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক তন্তু এক প্রকার আঁশ।

খ সুতি তন্তু তাপ সুপরিবাহী, অর্থাৎ এ তন্তুর ভিতর দিয়ে সহজেই তাপ চলাচল করতে পারে। এছাড়াও সুতি তন্তুর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি, শোষণ ক্ষমতা ও পরিধেয় গুণাবলি ভালো হওয়ায় সুতি বস্ত্র আরামদায়ক।

গ সায়ন্তিকার জন্য তার মা খাড়া রেখার পোশাক নির্বাচন করবেন।

খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে, এ রেখায় সাধারণত দেহের খাটো ভাব দূর হয় এবং লম্বাটে দেখায়। উদ্দীপকে সায়ন্তিকা দেখতে মোটা ও খাটো। তার মা চান তাকে দেখতে যেন লম্বা দেখায়, কারণ এ রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়, তাই এ রেখার শেষোক্ত মোটা ও খাটো মেয়েদের জন্য উপযোগী।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের শান্তার সাথে আমি একমত।

সকল মানুষের দেহ গঠন ও আকার-আকৃতি এক রকম হয় না। কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ মোটা, কেউবা পাতলা। এজন্য সকল ব্যক্তিকে এক ধরনের পোশাক মানায় না। তাই ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য পোশাক নির্বাচনে গুরুত্ব দিতে হয়। আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই শান্তার মেয়ে সায়ন্তিকা মোটা ও খাটো। তাই মেয়েকে লম্বা দেখাবে এমন পোশাক তিনি নির্বাচন করতে চান। আমরা জানি, মোটা ও খাটো মেয়েদের খাড়া রেখার পোশাক অথবা ছোট ছোট ছাপার কাপড় পড়লে তাদের আপাতদৃষ্টিতে লম্বা দেখায়। আবার অন্যদিকে যাদের গ্রীবা খাটো তাদের 'ভি' অথবা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই হয়। এভাবে দেহের গঠন ও আকৃতি বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করলে, শারীরিক ত্রুটি অনেকটাই ঢেকে রাখা সম্ভব হয়। ফলে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যায়। এ সকল দিক বিবেচনা করেই আমি শান্তার মতের সাথে একমত পোষণ করছি।

অতএব, উদ্দীপকের শান্তা যা মনে করে তথা আকৃতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করলে ব্যক্তিত্বকে সহজেই ফুটিয়ে তোলা যায়। এই মন্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন ১১ ▸ সকল বোর্ড ২০১৬

সূচির গায়ের রং শ্যামলা। বান্ধবী লাভলীর জন্মদিনে যাবে বলে সূচি হালকা রঙের শাড়ি নির্বাচন করে। শাড়িটির জমিন হালকা ক্রিম রঙের কোমরের কাছে গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল করা। অপরদিকে লাভলী ফর্সা ও সুঠাম দেহের অধিকারী। লাল রঙের জাঁকজমকপূর্ণ নকশা করা শাড়ি পরায় তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সূচি লাভলীকে অভিনন্দন জানাতে যেয়ে বলে, "আজকে তোর নির্বাচিত শাড়িটিতে তোকে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।"

ক. গৌণ রং কীভাবে তৈরি হয়? ১
খ. রেখা সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সূচি পোশাক নির্বাচনে রঙের কোন ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সূচির লাভলীকে বলা কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক দুটি মৌলিক রঙের মিশ্রণের মাধ্যমে গৌণ রং তৈরি হয়।

খ আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এ রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার-আকৃতি গঠিত হয়।

গ সূচি পোশাক নির্বাচনে রঙের দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান ও প্রাধান্য সৃষ্টি নামক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফর্সা একজন মেয়ে যেকোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখায়। তাই ফর্সা মেয়ে যেকোনো রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে। অন্যদিকে, গায়ের রং শ্যামলা হলে গাঢ় রং বর্জন করে এমন রং নির্বাচন করতে হবে, যাতে তার গায়ের রং উজ্জ্বল দেখায়। তাই শ্যামলা মেয়েদের মানানসই হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরতে হবে, যাতে তাদের কিছুটা ফর্সা লাগবে। উদ্দীপকের সূচি এ কাজটিই করেছে। আবার হালকা রঙের শাড়িতে গাঢ় রঙের ডিজাইন সৃষ্টি করে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়। উদ্দীপকের সূচি হালকা ক্রিম রঙের শাড়ির কোমরের কাছে গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল করা শাড়ি পরেছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট, সূচি পোশাক নির্বাচনে রঙের দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান ও প্রাধান্য সৃষ্টি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সূচি লাভলীকে বলে, "আজকে তোর নির্বাচিত শাড়িটিতে তোকে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে"। সূচির এ কথাটি খুবই যথার্থ।

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পোশাকের প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। পোশাক নির্বাচন করার সময় প্রত্যেকেরই উচিত উচ্চতা, গায়ের রং অনুযায়ী মানানসই পোশাক নির্বাচন করা। গায়ের রং বা দেহত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ফর্সা ও লম্বা মেয়েরা যেকোনো রঙের পোশাকই পরিধান করতে পারে। এতে তাদেরকে অনেক সুন্দর দেখায়। আর উদ্দীপকের লাভলী তার গায়ের রং ও দৈহিক কাঠামো বিবেচনা করে লাল রঙের তথা উজ্জ্বল রঙের জাঁকজমকপূর্ণ নকশা করা শাড়ি পরেছে, যা তার সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাইতো সূচি তাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তার নির্বাচিত শাড়ি ও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। সুতরাং এটি স্পষ্ট, সূচির মন্তব্যটি খুবই যথার্থ।

অতএব, উদ্দীপকের সূচির লাভলীকে বলা কথা তথা "আজকে তোর নির্বাচিত শাড়িটিতে তোকে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে"। মন্তব্যটি যথার্থ ও যৌক্তিক হয়েছে।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১২ ▶ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নিচের উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

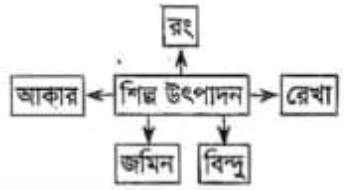

ক. শিল্পনীতি কাকে বলে? ১

খ. সমান্তরাল রেখার বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. শিল্প সৃষ্টিতে রঙের ভূমিকা আলোকপাত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে আকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিল্প উপাদানগুলো পোশাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তাকে শিল্পনীতি বলে।

খ সমান্তরাল রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও কৃষকায় ব্যক্তির জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ গঠনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে এবং ছেলেরা আড়াআড়ি রেখার পাঞ্জাবি পড়তে পারে। এ রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

গ শিল্প সৃষ্টিতে রং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। এ রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদে সুষ্ঠুভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বর্ণচক্রের রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রংগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ রংগুলো আপাত দৃষ্টিতে দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং প্রাধান্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, শীতল রং আপাত দৃষ্টিতে পরিবেশে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়।

পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে বিকশিত করা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঙের কারসাজি। তাই পোশাকের রঙের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অতএব বলা যায়, শিল্প সৃষ্টিতে রং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে আকৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। অন্যথায় সৌন্দর্যের হানি ঘটে। পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় দৈহিক উচ্চতা ও আকার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কম লম্বাযুক্ত ও স্থূলকায় ব্যক্তিরা ছোট ছাপার কাপড় পড়বেন। পোশাকে ইয়ক, চিকন টাক, কুঁচি, পকেট, চওড়া কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের গাঠনিক পরিমার্জনের পাশাপাশি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। গ্রীবা ছোট ব্যক্তিদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই। এছাড়া চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যেমন– লম্বা চেহারায় যদি লম্বা কানের দুল কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে, তাহলে তাকে আরও লম্বা মনে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে আকৃতির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৩ ▶ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

১নং চিত্র

২নং চিত্র

ক. যেকোনো শিল্পের Building block কী? ১

খ. পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ১নং চিত্রের বর্ণচক্রটি সম্পূর্ণ কর। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের রেখা ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক যেকোনো শিল্পের Building block হলো বিন্দু।

খ পোশাক তৈরি কারু শিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পনীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোশাকের নকশা, নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারড্রোব পরিকল্পনা ইত্যাদি শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োজন হয়।

গ আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাকে সুষ্ঠুভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বর্ণচক্রের রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

রং মূলত তিন প্রকার। যথা– ১. মৌলিক রং ২. গৌণ রং ও ৩. প্রান্তিক রং। মৌলিক রঙের কাছাকাছি যেকোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রান্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন– হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ, নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ, নীল + বেগুনি = নীলাভ বেগুনি, লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি, লাল + কমলা = লালচে কমলা, কমলা + হলুদ = হলদে কমলা। এখন প্রান্তিক রং ব্যবহার করে উদ্দীপকের ১নং চিত্রের বর্ণ চক্রটি সম্পূর্ণ করা হলো–

প্রান্তিক রং

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্রের পোশাকের রেখাটি হলো সমান্তরাল রেখা। এ রেখার সাহায্যে লম্বা ও রোগা মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমণ্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সুচিন্তিত নির্বাচন ও সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। উদ্দীপকে ২নং চিত্রে নির্দেশিত সমান্তরাল রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ ধরনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। এ রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ২নং চিত্রে উল্লিখিত সমান্তরাল রেখা লম্বা ও রোগা দেহাকৃতির মানুষের জন্য উপযোগী।

প্রশ্ন ১৪ ▸ সরকারি প্রমথনাথ (পিএন) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

রুমি পোশাক তৈরির সময় শিল্পনীতিগুলো অনুসরণ করেন। তিনি একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। তিনি পোশাকে বৈচিত্র্য আনার জন্য মিলকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, পোশাকে শিল্পনীতি সম্পর্কে জ্ঞান সকলের কমবেশি থাকা প্রয়োজন।

ক. শিল্পনীতি বলতে কী বোঝ? ১

খ. পুনরাবৃত্তি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুমি পোশাক তৈরিতে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুমির মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিল্প উপাদানগুলো পোশাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তাই শিল্পনীতি।

খ পুনরাবৃত্তি বলতে বোঝায় রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণের বারবার ব্যবহার। এছাড়া লেস, সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে সমতা আনয়নকেও পুনরাবৃত্তি বলা হয়।

গ রুমি পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে মিলকে প্রাধান্য দেন। কারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে মিল রেখে পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। রুমি পোশাকে মিল রাখতে একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করেন। তিনি সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষের সাথে সংগতি রেখে তিনি ডিজাইন নির্বাচন করেন। তার পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের মিল থাকে। তাই বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্যই রুমি পোশাক তৈরির সময় মিলকে প্রাধান্য দেন।

ঘ রুমি মনে করেন, পোশাকে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম-বেশি থাকা উচিত। রুমির এ মন্তব্যের সাথে আমি একমত।

পোশাকের শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে, তেমনি আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারড্রব পরিকল্পনার কোনোটিই শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরিতে শিল্পের নীতিগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করে। পোশাকে ভারসাম্য বজায় থাকলে, রেখা ও নকশার মধ্যে ছন্দ তৈরি করে ও পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের মিল রেখে একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পোশাকের অনুপাত নীতি ও প্রাধান্য নীতি মেনে চলা জরুরি। এভাবে শিল্পনীতি একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। তাই পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

একটি অনুষ্ঠানে শিউলী বড় ছাপার শাড়ি পরে এসেছে। এতে মোটা ও খাটো শিউলীকে আরও মোটা ও খাটো লাগছে। লিনা ও দিনা দুই বোন। তারা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছে। দু'জনই মাঝারি গড়নের। লিনা ডোরাকাটা শাড়ি পরেছে এবং দিনা ঢেউ খেলানো ছাপার শাড়ি পরে এসেছে।

ক. গৌণ রং কাকে বলে? ১

খ. নমনীয়তা আসে কোন রেখার মাধ্যমে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিউলীর পোশাক নির্বাচনে কোন ধরনের ত্রুটি লক্ষ করা যায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লিনা ও দিনার পোশাকে কোন রেখার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তা চিহ্নিত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে কোনটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক দুটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে তৈরি রংকে গৌণ রং বলে।

খ পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। বক্ররেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্ররেখার গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ উল্লাস বোঝায়। পক্ষান্তরে, গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্ররেখা আপাতদৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়।

গ শিউলির পোশাক নির্বাচনে 'পোশাকে আকৃতির প্রভাব'–এ বিষয়টির ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় দৈহিক উচ্চতা ও আকার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কম লম্বাযুক্ত ও স্থূলকায় ব্যক্তিরা ছোট ছাপার কাপড় পরবেন। চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তেমনি আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি অনুষ্ঠানে পিউলি বড় ছাপার একটি শাড়ি পরেন। এতে মোটা ও খাটো পিউলিকে আরও মোটা ও খাটো লাগছে, যার মাধ্যমে পোশাকে আকৃতির প্রভাব বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, পিউলির পোশাক নির্বাচনে 'পোশাকে আকৃতির প্রভাব' এ বিষয়টির ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে লিনা ও দিনার পোশাকে যথাক্রমে খাড়া বা লম্বা রেখা এবং আঁকাবাঁকা বা জিগজ্যাগ রেখার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে লিনার শাড়িটি ব্যক্তিত্ব বিকাশে সর্বাধিক কার্যকরী।

খাড়া বা লম্বা রেখা মূলত গম্ভীর উচ্চাশামূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখার পোশাক ব্যক্তির উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, জিগজ্যাগ বা আঁকাবাঁকা রেখা উচ্চতা কমিয়ে দেয় ও স্থূলকায় মনে হয়।

উদ্দীপকের লিনা পরিধান করেছে খাড়া রেখাবিশিষ্ট ডোরাকাটা শাড়ি। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। ফলে মাঝারি বা খাটো ব্যক্তিদের তুলনামূলকভাবে লম্বা দেখায়। লিনা এই খাড়া রেখাবিশিষ্ট শাড়ি পরিধানে তাকে কিছুটা লম্বা দেখাবে এবং ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকগুলো যেমন– সততা, সাহস, প্রচেষ্টা ইত্যাদি প্রকাশ পাবে।

অন্যদিকে, দিনার আঁকাবাঁকা বা জিগজ্যাগ বিশিষ্ট ঢেউ খেলানো শাড়িটি দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এতে কোনো সময় তাকে লম্বা আবার কোনো সময় উচ্চতায় কম বা স্থূলকায় মনে হবে। অর্থাৎ, দিনার ঢেউ খেলানো শাড়ি ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সক্ষম হবে না।

তাই বলা যায়, লিনার ডোরাকাটা শাড়ি অর্থাৎ খাড়া রেখাবিশিষ্ট শাড়িতে তাকে আরও লম্বা দেখাবে এবং সততা, সাহস ও প্রচেষ্টার বিষয়গুলো অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ১৬ ▸ জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

রিনা আকারে খাটো ও পাতলা প্রকৃতির। সে দুই রংবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে না। হালকা রঙের পোশাককে প্রাধান্য দেয়। তবে প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য পোশাকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে।

ক. পোশাকে ব্যবহৃত শিল্প উপাদান কয়টি? ১

খ. পোশাকে সমান্তরাল রেখার প্রভাব বর্ণনা কর। ২

গ. রিনার হালকা রঙের পোশাক পরিধানের কারণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রিনার পোশাকে প্রাধান্য তৈরিতে উক্ত রং ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাকে ব্যবহৃত শিল্প উপাদান ৫টি।

খ পোশাকে সমান্তরাল রেখার প্রভাবে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ ধরনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। সমান্তরাল রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

গ উদ্দীপকের রিনা হালকা রঙের পোশাক পরিধানের কারণ হলো তার গায়ের রং। আমরা জানি, পোশাকের রঙের যথার্থতা নির্ভর করে পরিধানকারীর গায়ের রঙের ওপর। রং নির্বাচনের শিল্পনীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে ফর্সা বা তুলনামূলক হালকা ত্বকের ব্যক্তির জন্য উজ্জ্বল বা গাঢ় রঙের পোশাক অধিক মানানসই। আবার শ্যামলা বর্ণের ব্যক্তির ক্ষেত্রে হালকা কালারের পোশাক মানানসই। এর ফলে শ্যামলা রং পোশাকের রঙের প্রভাবে কিছুটা হ্রাস পাবে। ফলে তা ব্যক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। উদ্দীপকের রীমা পোশাকের শিল্পনীতি বিষয়ে সচেতন হওয়ায় সে হালকা রঙের পোশাককে প্রাধান্য দেয়।

সুতরাং আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের রিনা তার দেহত্বকের ভিত্তিতে হালকা রঙের পোশাক পরিধান করে।

ঘ উদ্দীপকের রিনা প্রাধান্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করে উজ্জ্বল রং।

কারণ, আকৃতিতে খাটো, পাতলা এবং গায়ের রং শ্যামলা হওয়ায় সে হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু হালকা রঙের পোশাকে হালকা রঙের প্রাধান্য সৃষ্টি কখনো আকর্ষণীয় হবে না।

পোশাকের প্রাধান্য সৃষ্টি বলতে পোশাকের কোনো বিশেষ অংশে গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রাধান্যের কেন্দ্র বিন্দু সৃষ্টিকে বোঝায়। সাধারণত যে রঙের পোশাক নির্বাচন করা হয়, প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয় তার বিপরীত রঙের। নতুবা তা অধিক আকর্ষণীয় হয় না। উদ্দীপকের রীমা যেহেতু হালকা রঙের পোশাক পরিধানকে গুরুত্ব দেয়, সেহেতু সে পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টিতে তাকে তার বিপরীত গাঢ় রংকেই ব্যবহার করতে হবে।

সুতরাং আলোচনার আলোকে বলতে পারি, রিনা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করায়, প্রাধান্য সৃষ্টিতে তাকে গাঢ় রংকেই ব্যবহার করতে হবে। নতুবা প্রাধান্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ১৭ ▸ বিষয়বস্তু : পোশাক নির্বাচনে রঙের বিভিন্ন দিক এবং রঙের গুরুত্ব

রীমা শামসুন নাহার হলে থাকে। ওর গায়ের রং কালচে শ্যামলা। কিন্তু তাকে সকলে অত্যন্ত পছন্দ করে। তার পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। তার স্কুল পড়ুয়া ছোটবোন শাপলা গ্রামে থাকে। তার বড় আপুর মতো হতে ইচ্ছে করে।

ক. পরিচ্ছদের সার্থকতা কিসে? ১

খ. উষ্ণ ও শীতল রঙের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাপলার পোশাক নির্বাচনে রঙের কোন দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা।

খ প্রতিটি রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রং লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ তৈরি হয়। আর নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংকে আমরা শীতল রং হিসেবে জানি। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রঙগুলো কখনও কখনও আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং মনে শান্ত ভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট দেখায় এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়।

গ যে কারো পোশাক নির্বাচনে রঙের ভূমিকা ব্যাপক। তাই পোশাকের রঙের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

উদ্দীপকের শাপলা স্কুলে পড়ে। গ্রামে থাকে। তার বড় আপু রীমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তার গায়ের রং শ্যামলা হলেও তার পোশাকের দিকে সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। শাপলার ইচ্ছে করে তার বড় আপুর মতো হতে। তাই শাপলাকে বয়সানুযায়ী সঠিক রঙের সঠিক

পোশাকে সজ্জিত করতে হবে। তার পোশাক নির্বাচনে রঙের নিম্নোক্ত দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে হবে—

১. বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচন করলে শাপলার আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

২. শাপলার পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সে ফর্সা হলে যেকোনো রং পরতে পারবে। আর গায়ের রং কালো হলে তাকে গাঢ় রং বর্জন করতে হবে। সে শ্যামলা হলে মানানসই উজ্জ্বল রং পরলে তাকে আরও ফর্সা লাগবে।

৩. রঙ পরিবর্তনের মাধ্যমে শাপলাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। তাই তার দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করতে হবে।

৪. শাপলার পোশাকের রং নির্বাচনের সময় দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে হবে। মোটকথা শাপলার দেহ ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে রঙের সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ঘ রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের ভূমিকা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রীমা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একজন নারী। তার গায়ের রং কালচে শ্যামলা হলেও তাকে সকলে অত্যন্ত পছন্দ করে এবং তার পোশাক পরিচ্ছদের দিকে সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। আমরা জানি, রঙের নিজস্ব প্রভাব আছে। আর পোশাকের মানানসই রঙ নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃত পক্ষে সবই রঙের কারসাজি। যেহেতু রঙের ভূমিকা ব্যাপক তাই রীমার পোশাকের রঙের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রীমা শিক্ষিত মেয়ে। সে কালচে শ্যামলা হলেও তার পোশাক সম্পর্কে সে সঠিক ধারণা রাখে। সঠিক রঙের পোশাক তাই তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কেননা আমরা জানি রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকেও অসাধারণ মনে হয়। সেটাই ঘটেছে রীমার ক্ষেত্রেও। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে রীমার আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আর ত্রুটিপূর্ণ রঙের পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপরও পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। পোশাকের রং এর মাধ্যমে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাইতো রীমা কালচে শ্যামবর্ণের হলেও সবার কাছে সুন্দরী। রং দেহাকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক। রং এর মাধ্যমে দেহের ত্বক ও শরীরকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। রঙের এত সব প্রভাব বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৮ ▶ বিষয়বস্তু : মানুষের ধরন বেধে তার পোশাক নির্বাচন

জামি ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছিল। একজন কিশোর হিসেবে তার উচ্চতা কিছুটা কম। সে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে করে তাকে লম্বা দেখায়। বন্ধুরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেও সেগুলো তার মনঃপুত হচ্ছিল না। অবশেষে তার একটি সমান্তরাল রেখার জামা খুব পছন্দ হলো এবং সে সেটি কিনল।

ক. রেখা মূলত কত প্রকার? ১

খ. বক্র রেখার পোশাকের বৈচিত্র্য ও ছন্দ সম্পর্কে লেখ। ২

গ. জামি এর জন্য কেমন রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জামির এর পোশাক কেনাটা কতটা যথাযথ হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রেখা মূলত দু প্রকার। যথা— ১. খাড়া রেখা ও ২. বক্র রেখা।

খ নানারকম রেখা পোশাকে নানারকম ভাব ফুটিয়ে তোলে। বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ উল্লাস বোঝায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্ররেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। মোটকথা এরূপ বক্ররেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

গ জামির জন্য খাড়া রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত।

জামি ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছিল। তার উচ্চতা কিছুটা কম বলে সে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে তাকে কিছুটা লম্বা দেখায়। তার বন্ধুরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেও সেগুলো তার মনঃপুত হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত একটি সমান্তরাল রেখার জামা তার খুব পছন্দ হল এবং সেটি সে কিনল। কিন্তু সমান্তরাল রেখার জামা তার জন্য উপযুক্ত ছিল না। তার কেনা উচিত ছিল খাড়া রেখার জামা। কেননা খাড়া বা লম্বা রেখা গভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এ রেখার নকশা মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটোভাব দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়। জামির এর উচ্চতা যেহেতু কম সেহেতু খাড়া রেখার জামা তার এই ত্রুটি দূর করে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা দেখাতে সাহায্য করত। সুতরাং জামির এর জন্য লম্বা বা খাড়া রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত।

ঘ জামির পোশাক কেনাটা মোটেই যথাযথ হয়নি।

উদ্দীপক পাঠে আমরা জেনেছি যে, একজন কিশোর হিসেবে জামির উচ্চতা কিছুটা কম। তাই সে ঈদে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে করে তাকে লম্বা দেখায়। বন্ধুদের নানা পরামর্শও তার মনে ধরছিল না। অবশেষে তার একটি সমান্তরাল রেখার জামা পছন্দ হলো এবং সেটি সে কিনল। কিন্তু সমান্তরাল রেখার পোশাক কেনা তার জন্য যথোপযুক্ত হয়নি। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠে আমরা জেনেছি যে, এ ধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হবে এবং তাদেরকে কিছুটা স্বাস্থ্যবান মনে হবে। তাই এই রেখার পোশাক কেনা জামির এর জন্য অনুপযুক্ত। এতে করে আপাতদৃষ্টিতে জামির এর উচ্চতা আরও হ্রাস পাবে। এমনিতেই জামির উচ্চতায় কম। এই রেখার জামা জামির উচ্চতাকে হ্রাস করে তাকে মোটা দেখাবে। তাই তার এমন রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত যাতে তাকে লম্বা দেখাবে। আর আমরা জানি, খাড়া বা লম্বা রেখার জামা ব্যক্তির খাটো ভাবকে দূর করে এবং লম্বা দেখাতে সাহায্য করে। সুতরাং জামি খাড়া বা লম্বা রেখার জামা কিনলে যথোপযুক্ত হতো। এসব দিক বিবেচনা করে বলতে পারি যে, জামির পোশাক কেনাটা যথাযথ হয়নি।

প্রশ্ন ১৯ ▶ বিষয়বস্তু : খাটো ও মোটা মেয়েদের জন্য পোশাক নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়

রোজীর দেহাকৃতি খাটো ও মোটা। কিন্তু শপিং এ গেলেই বড় বড় ছাপার শাড়ি সে পছন্দ করে। তার গ্রীবাদেশও খাটো। কিন্তু সে সবসময় কলারযুক্ত ব্লাউজ পরতে পছন্দ করে। তার বান্ধবী সীমা তাকে তার দেহাকৃতি অনুযায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচনের পরামর্শ দিল।

ক. যেকোনো শিল্পের ভিত্তি কী? ১

খ. কোন রেখা কোনো ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা ও খাটো করে তুলতে পারে? ২

গ. রোজীর জন্য সঠিক পোশাক নির্বাচনে কোন দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রোজীর পোশাক নির্বাচন যথোপযুক্ত নয় কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক যেকোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু building block।

খ আঁকাবাঁকা বা জিগজ্যাগ রেখা কোনো ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা বা খাটো করে তুলতে পারে। এই রেখা দৈত ভূমিকা পালন করে। এই রেখাগুলোর কোণের মাত্রা ও দিকের ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় খাটো ও মোটা মনে হয়।

গ রোজীর জন্য সঠিক পোশাক নির্বাচনে বেশ কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

উদ্দীপকের রোজীর দেহাকৃতি মোটা ও খাটো প্রকৃতির। তার গ্রীবাদেশও খাটো। কিন্তু সে বড় বড় ছাপার শাড়ি এবং কলারওয়ালা ব্লাউজ পরতে পছন্দ করে। কিন্তু পোশাক কেনার সময় অবশ্যই তাকে তার দেহাকৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। আর তাই রোজীকেও নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করে পোশাক কিনতে হবে। পরিচ্ছদ নির্বাচনের সময় তাকে খাটো, লম্বা, মোটা ও পাতলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরলে তাদেরকে আরও মোটা লাগে এবং তাদের উচ্চতা আরও কম মনে হয়। এই দিকটি মাথায় রেখে তাকে বড় ছাপা পরিহার করে ছোট ছোট ছাপার পোশাক কিনতে হবে। রোজীর গ্রীবাদেশ খাটো বলে তাকে এদিকে দৃষ্টি রেখে ব্লাউজ বা জামার গলা নির্বাচন করতে হবে। যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোটগলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। তাই রোজীকে অবশ্যই কলারযুক্ত ব্লাউজ পরিহার করতে হবে। রোজীর পোশাক নির্বাচনে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাথে তার মুখাকৃতি , তার দেহের অন্যান্য ত্রুটি ও সৌন্দর্য, দেহের গঠন ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই রোজীর পোশাক নির্বাচন সঠিক হবে।

ঘ রোজীর পোশাক নির্বাচন যথোপযুক্ত নয়, কারণ পোশাকে তার আকৃতির প্রভাব পড়ে।

রোজী খাটো ও মোটা আকৃতির। তার গ্রীবাদেশও খাটো। অথচ সে শপিংয়ে গেলেই বড় বড় ছাপার শাড়ি পছন্দ করে। তাছাড়া সে সবসময় কলারযুক্ত ব্লাউজ পরতে পছন্দ করে। আর তার এমন ভুল পোশাক নির্বাচনে তার দেহাকৃতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা জানি, প্রত্যেকেরই নিজের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে পোশাক নির্বাচন করতে হবে। দেহের বিভিন্ন পেশী ও অংশ বিশেষের গঠন ভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়ে পোশাক নির্বাচন করতে হবে। নতুবা পোশাক দেহের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে না তুলে দেহের ত্রুটিকেই প্রকাশ করবে। পোশাক নির্বাচন করার সময় অবশ্যই খাটো, লম্বা, মোটা ও পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। খাটো ও মোটা মেয়েদের বড় বড় ছাপার পোশাকটি পরা উচিত নয়। এতে তাদের উচ্চতা আরও কম মনে হয় এবং তাকে আরও মোটা লাগে। উদ্দীপকের রোজীর বিষয়টি ঠিক এমনই বিপরীত হয়েছে। রোজী তার দেহাকৃতি বিবেচনা না করে বড় বড় ছাপার শাড়ি পছন্দ করে এবং উঁচু কলারযুক্ত ব্লাউজ পরে। অথচ বড় ছাপার শাড়িতে তাকে আরও খাটো ও মোটা দেখায় এবং কলারযুক্ত ব্লাউজে তার গ্রীবা আরও খাটো দেখায়। মানুষের দেহাকৃতি, মুখাকৃতি, দেহের গঠনভঙ্গী অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে হয়। রোজীর উচিত ছোট ছোট ছাপার পোশাক পরা। এতে করে তাকে মোটা কম মন হবে এবং তাকে খাটো কম লাগবে। তাছাড়া তার গ্রীবা খাটো বলে কলারযুক্ত ব্লাউজে তাকে পরিহার করতে হবে। 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলা তার জন্য উপযুক্ত হবে। আর এসব কারণেই রোজীর পোশাক নির্বাচন যথোপযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ২০ ▶ বিষয়বস্তু : পোশাকের ভারসাম্য সম্পর্কে, পোশাক তৈরিতে মিল-এর প্রাধান্য এবং পোশাকের সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরিতে শিল্পনীতি

জাফর সাহেব একটি পোশাক তৈরির কারখানার কাজ করে। পোশাক তৈরির সময় শিল্পনীতিগুলো অনুসরণ করেন। তিনি একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। পোশাকের বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম বেশি থাকা জরুরি।

ক. পোশাকে কয়টি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়? ১

খ. পোশাকে ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাফর সাহেব পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা জরুরি—তুমি কী জাফর সাহেবের এই উক্তির সাথে একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়।

খ পোশাকে ভারসাম্য বলতে কেন্দ্র স্থির রেখে দু দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রেখাকে বোঝায়। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুইদিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়।

গ জাফর সাহেব পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে মিলকে প্রাধান্য দেন। কারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষ্যের সাথে মিল রেখে পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

জাফর সাহেব পোশাকে মিল রাখতে একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করেন। তিনি সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি ডিজাইন নির্বাচন করেন। তার পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের মিল থাকে। তাই বৈচিত্র্যতা বজায় রাখার জন্যেই জাফর সাহেব পোশাক তৈরির সময় মিলকে প্রাধান্য দেন।

ঘ জাফর সাহেব মনে করেন পোশাকে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম বেশি থাকা উচিত। উক্তিটির সাথে আমি একমত।

পোশাকের শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরির, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারড্রোব পরিকল্পনার কোনোটিই শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরিতে শিল্পের নীতিগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করে। পোশাকে ভারসাম্য বজায় থাকলে, রেখা ও নকশার মধ্যে ছন্দ তৈরি করে ও পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের মিল রেখে একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পোশাকের অনুপাত নীতি ও প্রাধান্য নীতি মেনে চলা জরুরি। এভাবে শিল্পনীতি একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

তাই পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পাঠ ১-৩ ● পোশাকে শিল্প উপাদান

কাজ ▸ মৌলিক রং, গৌণ রং এবং প্রান্তিক রং উল্লেখ করে একটি বর্ণচক্র তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫১

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : মৌলিক, গৌণ ও প্রান্তিক রং সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : কোন কোন রং মিলে কী কী রং হতে পারে তা জানতে হলে বর্ণচক্র সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : মৌলিক রং, গৌণ রং এবং প্রান্তিক রং উল্লেখ করে নিচে একটি বর্ণচক্র তৈরি করা হলো—

কাজ ▸ বিভিন্ন ধরনের রঙের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫১

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন ধরনের রঙের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : আমরা দৈনন্দিন অনেক কাজে রঙের ব্যবহার করে থাকি। রঙের বৈশিষ্ট্য না জানার জন্য আমাদের অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। আর এ সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রংগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে, নীল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত।

উষ্ণ বা উজ্জ্বল এবং শীতল বা স্নিগ্ধ রংগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো—

উষ্ণ বা উজ্জ্বল রঙের বৈশিষ্ট্য	শীতল বা স্নিগ্ধ রঙের বৈশিষ্ট্য
১. সাধারণত আমাদের চোখকে পীড়িত করে তোলে।	১. মনে শান্ত ভাব আনে।
২. মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে।	২. বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়।
৩. দূরের জিনিস কাছে টানে।	৩. বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়।
৪. বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে।	৪. অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।
৫. অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে।	

কাজ ▸ তোমার দেহাকৃতি বিবেচনা করে কোন রঙের পোশাক ব্যবহার যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫১

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পোশাক নির্বাচন করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : ভালো পোশাক এবং দর্শকের মন জয় করতে হলে দেহাকৃতি বিবেচনা করে এবং রং মিলিয়ে পোশাক ক্রয় করা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : আমি মোটা। মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরলে আরও মোটা দেখাবে। এ ধরনের মেয়েদের হালকা রঙের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের কাপড় নির্বাচন করতে হবে। তাই আমি পোশাক ব্যবহারে হালকা রংকে প্রাধান্য দেব।

কাজ ▸ পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের ওপর একটি চার্ট তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৪

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পোশাকের রেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : কোন রেখাতে পোশাক ভালো দেখায় বা নিজের জন্য উপযোগী তা জানতে হলে পোশাকের রেখা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের ওপর নিচে একটি চার্ট তৈরি করা হলো—

রেখা	প্রকাশ করে	প্রভাব	যার জন্য উপযোগী
১. খাড়া রেখা	গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস সততা প্রকাশ করে।	বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়।	মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। কারণ খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।
২. সমান্তরাল রেখা	বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আনে।	দেহের কৃষভাব কিছুটা কম মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে, প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।	লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য উপযোগী।
৩. বক্র রেখা	কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে।	বক্র রেখার গতি উর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ উল্লাস বোঝায়। গতি নিম্নমুখী হলে বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্ররেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়।	দৈর্ঘ্য কমায় বলে লম্বা মানুষ পরার উপযোগী, পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনতে বক্ররেখা ব্যবহার করা যায়।
৪. তীর্যক বা কৌণিক রেখা	সংযমের পরিচয় বহন করে।	এ রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস, বৃদ্ধি করা যায়।	উর্ধ্বমুখী সরু, কাছাকাছি তীর্যক রেখা খাটো মানুষের উপযোগী। নিম্নমুখী চাওড়া ও কাছাকাছি নয় এমন তীর্যক রেখা মোটা ও খাটো দেখায়।
৫. আঁকাবাঁকা বা জিগজাগ রেখা।	দ্বৈত ভূমিকা পালন করে।	কোণের মাত্রা ও দিকের ওপর নির্ভর করে লম্বা ও খাটো ভাব আনা যায়।	লম্বা ও খাটো উভয়ের ক্ষেত্রে কোণের মাত্রা ও দিক অনুযায়ী উপযোগী।

কাজ ▸ কোন ধরনের দেহাকৃতির জন্য কী ধরনের পোশাকের ডিজাইন হওয়া উচিত উল্লেখ কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৫

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : দেহাকৃতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : দেহের সাথে মিল রেখে পোশাক ক্রয় করতে হলে কোন ধরনের পোশাক দেহের সাথে মিল থাকে তা জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। দেহের আকৃতি অনুযায়ী যে ধরনের পোশাকের ডিজাইন হওয়া উচিত তা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেহের বিভিন্ন পেশি ও অংশবিশেষের গঠনভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে লক্ষ রাখা দরকার যেন পরিচ্ছদ বেশি আঁটসাঁট না হয়। বেশি আঁটসাঁট পোশাক সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয় না বরং দেহের ত্রুটিগুলো প্রকট করে তোলে।

২. পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় খাটো, লম্বা, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যেমন খাটো ও মোটা ব্যক্তির জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী।

৩. দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৪. ব্লাউজ বা কামিজের ইয়োক, চিনক টাক, কুচি, বুকে তালি, পকেট, চওড়া কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের ত্রুটি ঢাকা যায়। বেশি স্ফীত বুক, প্রশস্ত কোমরের অধিকারীদের জন্য ঢিলেঢালা পোশাক উপযুক্ত। প্রশস্ত কোমরের ত্রুটি সুপরিকল্পিতভাবে মানানসই কোমর রেখার মাধ্যমেও ঢাকা যায়।

৫. গ্রিবা খাটো হলে 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলা মানানসই। ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে গ্রিবা লম্বা বা সরু হলে ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

৬. ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলের জন্য সব ধরনের গলার ডিজাইন নির্বাচন করা যায়। মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার হলে 'ভি' এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা এবং লম্বা মুখ হলে ছোট গলা ও উঁচু কলার মানানসই।

৭. পিছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাংস উঁচু থাকলে গলার ছাঁটটিকে ঐ মাংসপিণ্ডের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এতে ঘাড়ের ত্রুটি প্রকট হবে না।

৮. চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলঙ্কারিক বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

কাজ ▸ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার জন্য কী ধরনের জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন— উল্লেখ কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৬

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পরিবারের জন্য উপযোগী বস্ত্র নির্বাচন করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : পরিবারের সদস্যদের জন্য সঠিক ও উপযোগী জমিনের বস্ত্র ক্রয় করতে জমিন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের জন্য যে ধরনের জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন এবং কেন তার প্রয়োজন নিচে দেওয়া হলো—

১. জার্সি, শিফন ইত্যাদি নরম প্রকৃতির বস্ত্র প্রয়োজন। এসব পোশাক শরীরের সাথে এঁটে থাকে। ফলে শরীরের দোষ বা গুণ সহজে বোঝা যায়। নরম কাপড় পরিধানে আরাম অনুভূতি জাগে।

২. মধ্যম ধরনের দৃঢ় প্রকৃতির কাপড় প্রয়োজন। যেমন– ডেনিম। এটি শরীরের সাথে সেঁটে না থেকে শরীরের দোষ ঢেকে রাখব।
৩. দৃঢ় প্রকৃতির কাপড় প্রয়োজন। যেমন— ট্যাফেটা। এটি পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা দেখাবে।
৪. ভারী কাপড় যেমন– পশমি কাপড় খাটো দেহকে বড় দেখানোর জন্য প্রয়োজন।
৫. পরিধানকারীকে বয়স্ক ও মোটা মানুষের জন্য ফ্লানেল, ডেনিম প্রভৃতি নিষ্প্রভ জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন। এটি বেশি আলো শোষণ করে পরিধানকারীকে ছোট দেখাবে।
৬. চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন– সার্টিন, মারসেরাইজ করা সুতির বস্ত্র ইত্যাদি। এগুলো লম্বা, রোগা ও অল্প বয়সী সদস্যের জন্য মানানসই।

পাঠ ৪-৫ ● পোশাকে শিল্পনীতি

কাজ ▶ একটি পোশাকে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায় তা বর্ণনা কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৭

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : নিজের পোশাকের ভারসাম্য করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : নিজের দেহের সাথে খাপ খাইয়ে পোশাক তৈরি করতে হলে ভারসাম্য জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : পোশাকে ভারসাম্য : কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সমদূরত্বে সমওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন থাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য। নিচে দুই ধরনের ভারসাম্য দেখানো হলো–

প্রত্যক্ষ ভারসাম্য

অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

১. **প্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Formal balance) :** লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক এক্ষেত্রে একই রকম দেখায়। এরূপ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এ ধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একঘেয়ে লাগতে পারে। পোশাকের দুই দিকে একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুটি পকেট কিংবা একই ধরনের প্লিট দিয়ে পোশাকের প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।
২. **অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Informal balance) :** এক্ষেত্রে উভয় দিকে সমওজনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সমদূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না। এ ধরনের বিন্যাস খুবই চিত্তাকর্ষক (interesting), তবে এক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তা প্রয়োজন। এরূপ বিন্যাসে–
   - একদিকে বড় জিনিস একটি ও অন্যদিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রাখা যেতে পারে।
   - অধিক আকর্ষণীয় বস্তু কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে।
   - কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজ ▶ স্কুলের ক্লাস পার্টিতে তোমার পোশাক নির্বাচনের সময় কীভাবে মিল রক্ষা করবে বর্ণনা দাও। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৯

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য: স্কুলের সবার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : স্কুলের পার্টিতে মানসম্মান বজায় রাখতে হলে সবার সাথে কীভাবে পোশাকের মিল রাখা যায় তা জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুলের ক্লাস পার্টিতে আমি এমন পোশাক পরিধান করব যা উৎসবমুখর এবং আমার ব্যক্তিত্বের উপযোগী। এতে আমি যেভাবে মিল রক্ষা করতে পারি তা হলো–

১. পোশাকে একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করব।
২. সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের মিল রাখব।
৩. আমার ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষ্যের সাথে মিল রাখব।
৪. পোশাকের জমিনের সাথে আমার পোশাকের আনুষঙ্গিক উপকরণে মিল রাখব। অতএব অতিরিক্ত মিল পরিহার করে একঘেয়ে ভাব দূর করব এবং বৈচিত্র্য আনব।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▶ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৯, ১৪, ১৮, ২৮, ৩০, ৩৫, ৩৭	৪, ৮, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৬, ৩৯	৫, ৭, ১০, ১৯, ২৯, ৩২, ৩৯, ৪০
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৯, ১১, ১৪, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ৩১, ৩৪	২, ৭, ১০, ১২, ১৫, ১৯, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩	৪, ৮, ১৬, ২২, ২৮, ৩৫
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৩, ৭, ১১, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭	১, ৪, ৬, ১০, ২০, ২৬, ২৮	৫, ৮, ১৬, ১৮, ২১, ২৯
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০	৩, ৭, ১১, ১৭, ২১	৪, ৫, ১০, ১২, ১৯

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। পোশাকশিল্পে বিভিন্ন শিল্প উপাদানের নাম লেখ।
২। প্রান্তিক রং কীভাবে প্রস্তুত করা হয়?
৩। পোশাকে রঙের ভূমিকা লেখ।
৪। ত্বকের উজ্জ্বলতা প্রদানে রঙের প্রভাব কেমন?
৫। পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করা হয় কীভাবে?
৬। রেখা কীভাবে ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে?
৭। সমান্তরাল রেখার প্রভাব লেখ।
৮। তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে কেন?
৯। পোশাকে বিন্দুর প্রভাব লেখ।
১০। মুখের আকৃতি অনুযায়ী পোশাকে গলার নকশা কেমন হওয়া উচিত?
১১। চকচকে কাপড় পরিধানকারীকে বড় দেখায় কেন?
১২। পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়?
১৩। পোশাকে কীভাবে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়?
১৪। পুনরাবৃত্তিমূলক ছন্দ কীভাবে আনা যায়?
১৫। পোশাকে নিরবচ্ছিন্নতা ছন্দ আনার প্রক্রিয়াটি লেখ।
১৬। পোশাকে শিল্পনীতির জ্ঞান সবার থাকা প্রয়োজন কেন?

উত্তরসূত্র নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ৩৯২ – ৩৯৩ পৃষ্ঠার **সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন** অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▸ তানিয়া ও সোনিয়া দুই বোন পোশাক কিনতে তাদের ডিজাইনার খালামনির পরামর্শ চান। খালামনি তানিয়াকে 'ভি' বা 'হুড' আকৃতির এবং সোনিয়াকে ছোট ও উঁচু ফিটিং গলার পোশাক কিনতে পরামর্শ দেন।

ক. রং কী? ১
খ. কেন শিল্প উপাদান পোশাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? ২
গ. তোমার মতে, তানিয়ার দৈহিক আকৃতি কেমন? উক্ত গঠনের তানিয়ার কোন ধরনের রেখার পোশাক পরা উচিত বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৩
ঘ. "খালামনির পরামর্শে নির্বাচিত পোশাক সোনিয়ার চেহারা আকর্ষণীয় করবে"- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▸ মিলি অফিসের একটি সেমিনারে চওড়া পাড়ের আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিধান করে। সে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা গড়নের। সহকর্মী শিলা তাকে দেখে মন্তব্য করেন যে, "মিলির পোশাকের নকশাটি তার শারীরিক গড়নের জন্য উপযুক্ত হয়নি। প্রত্যেকেরই নিজ ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সংগতি রেখে পোশাকের নকশা নির্বাচন করা উচিত।"

ক. ছন্দ কী? ১
খ. পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মিলির পোশাক নির্বাচনে কী ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পোশাক সম্পর্কে সহকর্মী শিলার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ ▸

১নং চিত্র

২নং চিত্র

ক. যেকোনো শিল্পের Building block কী? ১
খ. পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ১নং চিত্রের বর্ণচক্রটি সম্পূর্ণ কর। ৩
ঘ. ২নং চিত্রের রেখা ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরসূত্র : ৪০২ পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ একটি অনুষ্ঠানে দিনা বড় ছাপার শাড়ি পরে এসেছে। এতে মোটা ও খাটো দিনাকে আরও মোটা ও খাটো লাগছে। দিবা ও দিশা দুই বোন। তারা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছে। দু'জনই মাঝারি গড়নের। দিবা ডোরাকাটা শাড়ি পরেছে এবং দিশা ঢেউ খেলানো ছাপার শাড়ি পরে এসেছে।

ক. গৌণ রং কাকে বলে? ১
খ. নমনীয়তা আসে কোন রেখার মাধ্যমে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দিনার পোশাক নির্বাচনে কোন ধরনের ত্রুটি লক্ষ করা যায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দিবা ও দিশার পোশাকে কোন রেখার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তা চিহ্নিত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে কোনটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১৫ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▸ রনি ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছিল। একজন কিশোর হিসেবে তার উচ্চতা কিছুটা কম। সে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে করে তাকে লম্বা দেখায়। বন্ধুরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেও সেগুলো তার মনঃপুত হচ্ছিল না। অবশেষে তার একটি সমন্তরাল রেখার জামা খুব পছন্দ হলো এবং সে সেটি কিনল।

ক. রেখা মূলত কত প্রকার? ১
খ. বক্র রেখার পোশাকের বৈচিত্র্য ও ছন্দ সম্পর্কে লেখ। ২
গ. রনির জন্য কেমন রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. রনির পোশাক কেনাটা কতটা যথাযথ হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ ▸ ইকবাল সাহেব একটি পোশাক তৈরির কারখানার কাজ করে। পোশাক তৈরির সময় শিল্পনীতিগুলো অনুসরণ করেন। তিনি একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। পোশাকের বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম বেশি থাকা জরুরি।

ক. পোশাকে কয়টি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়? ১
খ. পোশাকে ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইকবাল সাহেব পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা জরুরি–তুমি কী ইকবাল সাহেবের এই উক্তির সাথে একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ৪০৬ পৃষ্ঠার ২০ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৭৫

সময়—২৫ মিনিট | বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) | মান—২৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. গাঢ় রঙের পোশাকে ব্যক্তিকে দেখায়—
ক) খাটো খ) কৃষকায়
গ) লম্বা ঘ) স্থূলকায়

২. মৌলিক রং কোনটি?
ক) হলুদ খ) সবুজ
গ) বেগুনি ঘ) কমলা

৩. কোন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তার প্রয়োজন?
ক) প্রত্যক্ষ খ) সুষম
গ) অপ্রত্যক্ষ ঘ) রশ্মিগত

৪. পরীক্ষা এলেই ফারাবির হাত-পা কাঁপে, জিহ্বা শুকিয়ে যায় ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। ফারাবির সমস্যা প্রতিরোধে করণীয়—
i. ধৈর্য্যধারণ করা
ii. কর্মপরিকল্পনা করা
iii. সময় পরিকল্পনা করা
কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারিহা দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়।

৫. ফারিহার জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী?
ক) সমান্তরাল খ) তীর্যক
গ) আঁকাবাঁকা ঘ) বক্র

৬. ফারিহার পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে—
ক) বিশ্রাম ও আরাম
খ) সততা ও সাহস
গ) সংযম ও আরাম
ঘ) নমনীয়তা ও সততা

৭. গতিপথের ওপর ভিত্তি করে রেখাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ২ ভাগে খ) ৪ ভাগে
গ) ৬ ভাগে ঘ) ৮ ভাগে

৮. কোন জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে?
ক) পশমি খ) মার্টিন
গ) ফ্লানেল ঘ) ট্যাফেটা

৯. বক্ররেখা দ্বারা বোঝানো হয়—
i. কোমলতা
ii. নমনীয়তা
iii. তৎপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. সমান্তরাল রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?
ক) নমনীয়তা খ) সততা
গ) সহজ ঘ) বিশ্রাম

১১. স্যাটিন বস্ত্র কেমন প্রকৃতির—
ক) দৃঢ় খ) নরম
গ) উজ্জ্বল ঘ) চকচকে

১২. তিন বা ততোধিক রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা কিসে পরিণত হয়?
ক) ছন্দে খ) নকশায়
গ) চিত্রে ঘ) পোশাকে

১৩. পোশাক তৈরি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক) মৃৎ শিল্প খ) কারু শিল্প
গ) চিত্র শিল্প ঘ) ভাস্কর শিল্প

১৪. মৌলিক রঙের অপর নাম হল—
ক) প্রাথমিক রং
খ) মিশ্র রং
গ) মাধ্যমিক রং
ঘ) প্রান্তিক রং

১৫. আলেয়ার উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম। তাকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা দেখাবে তার—
i. পোশাকে লম্বালম্বি রেখা থাকলে
ii. পোশাকে কোনাকুনি রেখা থাকলে
iii. পোশাকে আড়াআড়ি রেখা থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. গৌণ রঙের অপর নাম—
ক) প্রারম্ভিক রং খ) প্রাথমিক রং
গ) মৌলিক রং ঘ) মিশ্র রং

১৭. লাল + কমলা = y রং। এখানে y রঙের সাথে কোন রঙের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) লালচে বেগুনি
খ) লালচে হলুদ
গ) লালচে সবুজ
ঘ) লালচে কমলা

১৮. খাটো বা পাতলা মেয়েদের জন্য যে রঙের পোশাক মানানসই?
ক) গাঢ় খ) হালকা
গ) উজ্জ্বল ঘ) হালকা উজ্জ্বল

১৯. খাড়া রেখার পোশাক যে ব্যক্তির জন্য উপযোগী?
ক) শুকনা ব্যক্তির খ) লম্বা ব্যক্তির
গ) মোটা ব্যক্তির ঘ) ফরসা ব্যক্তির

২০. কেন্দ্র স্থির রেখে দু দিকের সমদূরত্বের সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রেখাকে বলে—
ক) অনুপাত খ) ভারসাম্য
গ) বিকিরণ ঘ) ক্রমবিকাশ

২১. পোশাকের নিচের অংশের দৈর্ঘ্য কেমন রাখতে হবে?
ক) কম খ) বেশি
গ) লম্বা ঘ) খাটো

২২. সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রং হতে হবে—
ক) এক রঙের
খ) দু রঙের
গ) তিন রঙের
ঘ) যেকোনো রঙের

২৩. উষ্ণ রঙের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে
ii. দূরের জিনিস কাছে টানে
iii. চোখ পীড়িত করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাথী দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়।

২৪. সাথীর জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী?
ক) তীর্যক খ) আঁকাবাঁকা
গ) বক্র ঘ) সমান্তরাল

২৫. সাথীর পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে?
ক) বিশ্রাম ও আরাম
খ) সততা ও সাহস
গ) সংযম ও আরাম
ঘ) নমনীয়তা ও সততা

উত্তরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ
১৪	ক	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ	২১	খ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক		

সময়—২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৫০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০

১। পোশাকশিল্পে বিভিন্ন শিল্প উপাদানের নাম লেখ।
২। গৌণ রং কীভাবে তৈরি হয়?
৩। ত্বকের উজ্জ্বলতা প্রদানে রঙের প্রভাব কেমন?
৪। বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?
৫। কোন ধরনের বস্ত্র ব্যক্তিকে ছোট দেখায়?
৬। পুনরাবৃত্তিমূলক ছন্দ কীভাবে আনা যায়?
৭। পোশাকে কীভাবে মিল বজায় রাখা যায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৪ = ৪০

১। বীনা ও রিনা দুই বোন পোশাক কিনতে তাদের ডিজাইনার খালামনির পরামর্শ চান। খালামনি বীনাকে 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির এবং রিনাকে ছোট ও উঁচু ফিটিং গলার পোশাক কিনতে পরামর্শ দেন।
ক. রং কী? ১
খ. কেন শিল্প উপাদান পোশাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? ২
গ. তোমার মতে, বীনার দৈহিক আকৃতি কেমন? উক্ত গঠনের বীনার কোন ধরনের রেখার পোশাক পরা উচিত বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৩
ঘ. "খালামনির পরামর্শে নির্বাচিত পোশাক রিনার চেহারা আকর্ষণীয় করবে"- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। রীনা অফিসের একটি সেমিনারে চওড়া পাড়ের আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরিধান করে। সে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা গড়নের। সহকর্মী জুলিয়া তাকে দেখে মন্তব্য করেন যে, "রীনার পোশাকের নকশাটি তার শারীরিক গড়নের জন্য উপযুক্ত হয়নি। প্রত্যেকেরই নিজ ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সংগতি রেখে পোশাকের নকশা নির্বাচন করা উচিত।"
ক. ছন্দ কী? ১
খ. পোশাকের পারিপাট্যতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রীনার পোশাক নির্বাচনে কী ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পোশাক সম্পর্কে সহকর্মী জুলিয়ার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। ঊর্মি ও আঁখি দুই বান্ধবী একই কলেজে পড়ে। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঊর্মি ও আঁখি একই রং-এর পোশাক পড়বে বলে স্থির করে। ঊর্মি মোটা ও খাটো দেহাকৃতির এবং দেহের রং শ্যামলা। ঊর্মি বড় ছাপার গাঢ় লাল বর্ণের পোশাক পড়ে। ফলে ঊর্মিকে আরও মোটাও খাটো দেখায়। অপরদিকে আঁখি লম্বা, পাতলা দেহাকৃতির এবং গায়ের রং ফর্সা। আঁখি আড়াআড়ি রেখার লাল বর্ণের পোশাক পরে। পোশাকের সাথে মানানসই সাজসজ্জার সমন্বয়ে তাকে অপরূপ দেখায়।
ক. Stippling কাকে বলে? ১
খ. তীর্যক রেখা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঊর্মির দেহাকৃতির সাথে মানাসই পোশাক বর্ণনা? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সঠিক পোশাক নির্বাচন করায় আঁখিকে অপরূপ দেখায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। সূচির গায়ের রং শ্যামলা। বান্ধবী লাভলীর জন্মদিনে যাবে বলে সূচি হালকা রঙের শাড়ি নির্বাচন করে। শাড়িটির জমিন হালকা ক্রিম রঙের কোমরের কাছে গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল করা। অপরদিকে লাভলী ফর্সা ও সুঠাম দেহের অধিকারী। লাল রঙের জাঁকজমকপূর্ণ নকশা করা শাড়ি পরায় তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সূচি লাভলীকে অভিনন্দন জানাতে যেয়ে বলে, "আজকে তোর নির্বাচিত শাড়িটিতে তোকে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।"
ক. গৌণ রং কীভাবে তৈরি হয়? ১
খ. রেখা সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সূচি পোশাক নির্বাচনে রঙের কোন ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সূচির লাভলীকে বলা কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫।

১নং চিত্র

২নং চিত্র

ক. যেকোনো শিল্পের Building block কী? ১
খ. পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ১নং চিত্রের বর্ণচক্রটি সম্পূর্ণ কর। ৩
ঘ. ২নং চিত্রের রেখা ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। রিনা আকারে খাটো ও পাতলা প্রকৃতির। সে দুই রংবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে না। হালকা রঙের পোশাককে প্রাধান্য দেয়। তবে প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য পোশাকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে।
ক. পোশাকে ব্যবহৃত শিল্প উপাদান কয়টি? ১
খ. পোশাকে সমান্তরাল রেখার প্রভাব বর্ণনা কর। ২
গ. রিনার হালকা রঙের পোশাক পরিধানের কারণ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রিনার পোশাকে প্রাধান্য তৈরিতে উক্ত রং ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জামি ঈদের পোশাক কিনতে গিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছিল। একজন কিশোর হিসেবে তার উচ্চতা কিছুটা কম। সে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে করে তাকে লম্বা দেখায়। বন্ধুরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেও সেগুলো তার মনঃপুত হচ্ছিল না। অবশেষে তার একটি সমন্তরাল রেখার জামা খুব পছন্দ হলো এবং সে সেটি কিনল।
ক. রেখা মূলত কত প্রকার? ১
খ. বক্র রেখার পোশাকের বৈচিত্র্য ও ছন্দ সম্পর্কে লেখ। ২
গ. জামি এর জন্য কেমন রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. জামির এর পোশাক কেনাটা কতটা যথাযথ হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ৩৯২ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৩৯২ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৩৯২ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৩৯৩ পৃষ্ঠার ১৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৩৯৩ পৃষ্ঠার ২৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৩২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৩৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৪০১ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৪০১ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৪০২ পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৪০৪ পৃষ্ঠার ১৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৪০৫ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর